অষ্টাদশ অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করার জন্য দিতির ব্রত

এই অধ্যায়ে ইন্দ্রহন্তা পুত্রকামনায় কশ্যপপত্নী দিতির ব্রত ধারণ, এবং ইন্দ্রের দ্বারা দিতির গর্ভস্থ পুত্রকে ছেদন বর্ণনা করা হয়েছে।

ত্বষ্টার বংশ বর্ণনা প্রসঙ্গে আদিত্য (অদিতির পুত্রগণ) এবং অন্যান্য দেবতাদের বংশ-বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। অদিতির পঞ্চম পুত্র সবিতার পত্নী পৃশ্নি সাবিত্রী, ব্যাহৃতি এবং ত্রয়ী নামক তিনটি কন্যা এবং অগ্নিহোত্র, পশু, সোম, চাতুর্মাস্য এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞ নামক পুত্র উৎপাদন করেন। ভগের পত্নী সিদ্ধির গর্ভে মহিমা, বিভু ও প্রভু—এই তিনটি পুত্র এবং আশী নামক একটি কন্যার জন্ম হয়। ধাতার চার পত্নী—কুহূ, সিনীবালী, রাকা এবং অনুমতির চার পুত্র হচ্ছেন যথাক্রমে—সায়ম্, দর্শ, প্রাতঃ এবং পূর্ণমাস। বিধাতার পত্নী ক্রিয়ার গর্ভে পুরীষ্য নামক পঞ্চ অগ্নি দেবতাদের জন্ম হয়। ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগু পুনরায় বরুণের পত্নী চর্ষণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এবং বরুণের বীর্য থেকে মহর্ষি বাল্মীকি আবির্ভূত হন। অগস্ত্য ও বসিষ্ঠ হচ্ছেন মিত্র ও বরুণের দুই পুত্র। উর্বশীর রূপসৌন্দর্য দর্শন করে মিত্র এবং বরুণের বীর্যপাত হলে তা কুম্ভের মধ্যে রক্ষিত হয় এবং তা থেকে অগস্ত্য ও বসিষ্ঠের উৎপত্তি হয়। মিত্রের রেবতী নাম্নী ভার্যার গর্ভে উৎসর্গ, অরিষ্ট ও পিপ্পল নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়। অদিতির দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে একাদশ পুত্র হচ্ছেন ইন্দ্র। ইন্দ্র তাঁর পৌলমী (শচীদেবী) নাম্নী পত্নীর গর্ভে জয়ন্ত, ঋষভ এবং মীঢুষ—এই তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন। ভগবান তাঁর নিজের শক্তির প্রভাবে বামনদেবরূপে আবির্ভূত হন। তাঁর পত্নী কীর্তির গর্ভে বৃহৎশ্লোক নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বৃহৎশ্লোকের প্রথম পুত্র সৌভগ। এটিই অদিতির পুত্রদের বর্ণনা। ভগবানের অবতার আদিত্য উরুক্রমের কাহিনী অষ্টম স্কন্ধে বর্ণিত হবে।

দিতির গর্ভজাত দৈত্যদের বর্ণনাও এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। এই দিতির বংশে পরম ভাগবত প্রহ্লাদ ও বলির আবির্ভাব হয়। বলি মহারাজ ছিলেন প্রহ্লাদের পৌত্র। হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ ছিলেন দিতির প্রথম দুই পুত্র। হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধুর গর্ভে সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ এবং প্রহ্লাদ নামক চার পুত্র এবং সিংহিকা নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। সিংহিকা বিপ্রচিৎ দানব থেকে রাহুকে

পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়। ভগবান শ্রীহরি এই রাহুর মস্তক ছিন্ন করেছিলেন। সংহ্লাদের পত্নী কৃতির গর্ভে পঞ্চজন নামক পুত্রের জন্ম হয়। হ্লাদের পত্নী ধমনির গর্ভে বাতাপি এবং ইল্বল নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। এই ইল্বল মেষরূপী বাতাপিকে নিয়ে অগস্ত্যকে ভোজন করতে দিয়েছিল। অনুহ্লাদের পত্নী সূর্যার গর্ভে বাষ্কল এবং মহিষ নামক দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। প্রহ্লাদের পুত্র হচ্ছেন বিরোচন এবং পৌত্র বলি মহারাজ। বলি মহারাজের এক শত পুত্রের মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ।

আদিত্য এবং অন্যান্য দেবতাদের বংশ বর্ণনা করার পর, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী দিতির গর্ভে মরুৎদের উৎপত্তি এবং তাঁদের দেবত্ব লাভের বিষয় বর্ণনা করেছেন। ইন্দ্রকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ভগবান বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন। তার ফলে দিতি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিতা হন এবং ইন্দ্রকে বধ করার জন্য একটি পুত্র কামনা করেন। তিনি তাঁর পতি কশ্যপকে সেবার দ্বারা মুগ্ধ করে তাঁর কাছে ইন্দ্র-বধকারী একটি পুত্র কামনা করেন। *বিদ্বাংসমপি কর্ষতি* বেদবাক্য অনুসারে, কশ্যপ মুনি তাঁর সুন্দরী পত্নীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে যে কোন বর দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু দিতি যখন ইন্দ্র-বধকারী পুত্র প্রার্থনা করেন, তখন তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিলেন, এবং তাঁর পত্নীকে উপদেশ দেন বৈষ্ণব-ব্রত পালন করে নিজেকে পবিত্র করতে। কশ্যপ মুনির উপদেশ অনুসারে দিতি যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত ছিলেন, তখন ইন্দ্র তাঁর অভিপ্রায় জানতে পারেন, এবং ব্রতছিদ্র অন্বেষণ করতে থাকেন। একদিন ছিদ্র পেয়ে ইন্দ্র দিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হয়ে গর্ভস্থ সন্তানকে ঊনপঞ্চাশ খণ্ডে খণ্ডিত করেন। এইভাবে ঊনপঞ্চাশ প্রকার বায়ুরূপে মরুৎগণের উৎপত্তি হয়। কিন্তু দিতি যেহেতু বৈষ্ণব-ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন, তাই তাঁর সমস্ত পুত্রেরাও বৈষ্ণব হয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

পৃশ্নিস্তু পত্নী সবিতুঃ সাবিত্রীং ব্যাহৃতিং ত্রয়ীম্ ।
অগ্নিহোত্রং পশুং সোমং চাতুর্মাস্যং মহামখান্ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **পৃশ্নিঃ**—পৃশ্নি; **তু**—তখন; **পত্নী**—পত্নী; **সবিতুঃ**—সবিতার; **সাবিত্রীম্**—সাবিত্রী; **ব্যাহৃতিম্**—ব্যাহৃতি; **ত্রয়ীম্**—ত্রয়ী; **অগ্নিহোত্রম্**—অগ্নিহোত্র; **পশুম্**—পশু; **সোমম্**—সোম; **চাতুর্মাস্যম্**—চাতুর্মাস্য; **মহা-মখান্**—পঞ্চ মহাযজ্ঞ।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—অদিতির দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে পঞ্চম পুত্র সবিতার পত্নী পৃশ্নির গর্ভে সাবিত্রী, ব্যাহৃতি ও ত্রয়ী, এই তিন কন্যা এবং পাঁচজন মহাযজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, পশু, সোম ও চাতুর্মাস্য নামক পুত্র সকলের জন্ম হয়।

শ্লোক ২

সিদ্ধির্ভগস্য ভার্যাঙ্গ মহিমানং বিভুং প্রভুম্ ।
আশিষং চ বরারোহাং কন্যাং প্রাসূত সুব্রতাম্ ॥ ২ ॥

সিদ্ধিঃ—সিদ্ধি; **ভগস্য**—ভগের; **ভার্যা**—পত্নী; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **মহিমানম্**—মহিমা; **বিভুম্**—বিভু; **প্রভুম্**—প্রভু; **আশিষম্**—আশী; **চ**—এবং; **বরারোহাম্**—অত্যন্ত সুন্দরী; **কন্যাম্**—কন্যা; **প্রাসূত**—প্রসব করেন; **সু-ব্রতাম্**—সদাচারিণী।

অনুবাদ

হে রাজন্, অদিতির ভগ নামক ষষ্ঠ পুত্রের পত্নী সিদ্ধির গর্ভে মহিমা, বিভু এবং প্রভু নামক তিন পুত্র, এবং আশী নাম্নী এক অতি সুশীলা পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ৩-৪

ধাতুঃ কুহূঃ সিনীবালী রাকা চানুমতিস্তথা ।
সায়ং দর্শমথ প্রাতঃ পূর্ণমাসমনুক্রমাৎ ॥ ৩ ॥
অগ্নীন্ পুরীষ্যানাধত্ত ক্রিয়ায়াং সমনন্তরঃ ।
চর্ষণী বরুণস্যাসীদ্ যস্যাং জাতো ভৃগুঃ পুনঃ ॥ ৪ ॥

ধাতুঃ—ধাতার; **কুহূঃ**—কুহূ; **সিনীবালী**—সিনীবালী; **রাকা**—রাকা; **চ**—এবং; **অনুমতিঃ**—অনুমতি; **তথা**—ও; **সায়ম্**—সায়ম্; **দর্শম্**—দর্শ; **অথ**—ও; **প্রাতঃ**—প্রাতঃ; **পূর্ণমাসম্**—পূর্ণমাস; **অনুক্রমাৎ**—যথাক্রমে; **অগ্নীন্**—অগ্নিদেব; **পুরীষ্যান্**—পুরীষ্য নামক; **অধত্ত**—উৎপাদন করেছিলেন; **ক্রিয়ায়াম্**—ক্রিয়া থেকে; **সমনন্তরঃ**—পরবর্তী পুত্র বিধাতা; **চর্ষণী**—চর্ষণী; **বরুণস্য**—বরুণের; **আসীৎ**—ছিল; **যস্যাম্**—যাতে; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **ভৃগুঃ**—ভৃগু; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

অদিতির সপ্তম পুত্র ধাতার কুহূ, সিনীবালী, রাকা ও অনুমতি নাম্নী চার পত্নী ছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে সায়ম্, দর্শ, প্রাতঃ ও পূর্ণমাস নামক চার পুত্র প্রসব করেছিলেন। অদিতির অষ্টম পুত্র বিধাতার ক্রিয়া নাম্নী ভার্যার গর্ভে পুরীষ্য নামক পাঁচজন অগ্নিদেবের জন্ম হয়। অদিতির নবম পুত্র বরুণের পত্নীর নাম ছিল চর্ষণী। ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু তাঁর গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ৫

বাল্মীকিশ্চ মহাযোগী বল্মীকাদভবৎ কিল ।
অগস্ত্যশ্চ বসিষ্ঠশ্চ মিত্রাবরুণয়োর্ঋষী ॥ ৫ ॥

বাল্মীকিঃ—বাল্মীকি; **চ**—এবং; **মহা-যোগী**—মহান যোগী; **বল্মীকাৎ**—বল্মীক থেকে; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **অগস্ত্যঃ**—অগস্ত্য; **চ**—এবং; **বসিষ্ঠঃ**—বসিষ্ঠ; **চ**—ও; **মিত্রা-বরুণয়োঃ**—মিত্র এবং বরুণের; **ঋষী**—দুইজন ঋষি।

অনুবাদ

বরুণের বীর্যে একটি বল্মীক থেকে মহাযোগী বাল্মীকি জন্মগ্রহণ করেন। ভৃগু ও বাল্মীকি বরুণের বিশিষ্ট পুত্র, কিন্তু অগস্ত্য এবং বসিষ্ঠ ঋষি ছিলেন মিত্র (অদিতির দশম পুত্র) এবং বরুণের সাধারণ পুত্র।

শ্লোক ৬

রেতঃ সিষিচতুঃ কুম্ভে উর্বশ্যাঃ সন্নিধৌ দ্রুতম্ ।
রেবত্যাং মিত্র উৎসর্গমরিষ্টং পিপ্পলং ব্যধাৎ ॥ ৬ ॥

রেতঃ—বীর্য; **সিষিচতুঃ**—স্খলিত; **কুম্ভে**—মাটির কলসিতে; **উর্বশ্যাঃ**—উর্বশীর; **সন্নিধৌ**—উপস্থিতিতে; **দ্রুতম্**—প্রবাহিত; **রেবত্যাম্**—রেবতীতে; **মিত্রঃ**—মিত্র; **উৎসর্গম্**—উৎসর্গ; **অরিষ্টম্**—অরিষ্ট; **পিপ্পলম্**—পিপ্পল; **ব্যধাৎ**—উৎপাদন করেন।

অনুবাদ

স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীকে দর্শন করে মিত্র এবং বরুণের বীর্য স্খলিত হলে, তাঁরা সেই বীর্য একটি কুম্ভের মধ্যে স্থাপন করেন। সেই কুম্ভ থেকে অগস্ত্য এবং

বসিষ্ঠ—এই দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁরা মিত্র এবং বরুণের সাধারণ পুত্র। মিত্র তাঁর পত্নী রেবতীর গর্ভে উৎসর্গ, অরিষ্ট এবং পিপ্পল নামক তিন পুত্র উৎপাদন করেন।

তাৎপর্য

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা টেস্ট টিউবে বীর্য সংরক্ষণের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বহুকাল পূর্বেও পাত্রে বীর্য সংরক্ষণের দ্বারা সন্তান উৎপাদন সম্ভব ছিল।

শ্লোক ৭

পৌলোম্যামিন্দ্র আধত্ত ত্রীন্ পুত্রানিতি নঃ শ্রুতম্ ।
জয়ন্তমৃষভং তাত তৃতীয়ং মীঢুষং প্রভুঃ ॥ ৭ ॥

পৌলোম্যাম্—পৌলোমী (শচীদেবী); **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **আধত্ত**—উৎপাদন করেছিলেন; **ত্রীন্**—তিন; **পুত্রান্**—পুত্র; **ইতি**—এই প্রকার; **নঃ**—আমরা; **শ্রুতম্**—শুনেছি; **জয়ন্তম্**—জয়ন্ত; **ঋষভম্**—ঋষভ; **তাত**—হে রাজন্; **তৃতীয়ম্**—তৃতীয়; **মীঢুষম্**—মীঢুষ; **প্রভুঃ**—দেবরাজ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অদিতির একাদশতম পুত্র দেবরাজ ইন্দ্রের পৌলোমী নাম্নী পত্নীর গর্ভে জয়ন্ত, ঋষভ, মীঢুষ—এই তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। সেই কথা আমরা শুনেছি।

শ্লোক ৮

উরুক্রমস্য দেবস্য মায়াবামনরূপিণঃ ।
কীর্তৌ পত্ন্যাং বৃহচ্ছ্লোকস্তস্যাসন্ সৌভগাদয়ঃ ॥ ৮ ॥

উরুক্রমস্য—উরুক্রমের; **দেবস্য**—ভগবান; **মায়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে; **বামন-রূপিণঃ**—বামনরূপে; **কীর্তৌ**—কীর্তি নামক; **পত্ন্যাম্**—পত্নীতে; **বৃহচ্ছ্লোকঃ**—বৃহৎশ্লোক; **তস্য**—তাঁর; **আসন্**—ছিল; **সৌভগ-আদয়ঃ**—সৌভগ আদি পুত্রগণ।

অনুবাদ

অনন্ত শক্তি সমন্বিত ভগবান তাঁর স্বীয় শক্তির প্রভাবে বামনরূপে অদিতির দ্বাদশতম পুত্র উরুক্রম নামে আবির্ভূত হন। তাঁর পত্নী কীর্তির গর্ভে বৃহৎশ্লোক নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বৃহৎশ্লোকের সৌভগ আদি বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৬) ভগবান বলেছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

"যদিও আমি জন্মরহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয়, এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে আমি স্বীয় মায়ার দ্বারা আমার আদি চিন্ময় রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; কারণ তিনি তাঁর স্বীয় শক্তি বা আত্মমায়ার দ্বারা আবির্ভূত হন। চিন্ময় শক্তিকেও বলা হয়, মায়া। তাই বলা হয়, *অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি মনীষিণঃ*—ভগবান যে শরীর গ্রহণ করেন তাঁকে বলা হয় *মায়াময়* । তার অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা নির্মিত; এই মায়া তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি।

শ্লোক ৯

তৎকর্মগুণবীর্যাণি কাশ্যপস্য মহাত্মনঃ ।
পশ্চাদ্বক্ষ্যামহেঽদিত্যাং যথৈবাবততার হ ॥ ৯ ॥

তৎ—তাঁর, **কর্ম**—কার্যকলাপ; **গুণ**—গুণাবলী; **বীর্যাণি**—এবং শক্তি; **কাশ্যপস্য**—কশ্যপের পুত্রের; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা; **পশ্চাৎ**—পরে; **বক্ষ্যামহে**—আমি বর্ণনা করব; **অদিত্যাম্**—অদিতির গর্ভে; **যথা**—কিভাবে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অবততার**—অবতরণ করেছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

পরে (শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে) আমি বর্ণনা করব উরুক্রম বা ভগবান বামনদেব কিভাবে মহর্ষি কশ্যপের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং কিভাবে তিন পদ-

বিক্ষেপের দ্বারা তিনি ত্রিভুবন আচ্ছাদিত করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ কার্যকলাপ, তাঁর গুণাবলী, তাঁর শক্তি এবং কিভাবে তিনি অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা আমি বর্ণনা করব।

শ্লোক ১০

অথ কশ্যপদায়াদান্ দৈতেয়ান্ কীর্তয়ামি তে ।
যত্র ভাগবতঃ শ্রীমান্ প্রহ্লাদো বলিরেব চ ॥ ১০ ॥

অথ—এখন; **কশ্যপ-দায়াদান্**—কশ্যপের পুত্রগণ; **দৈতেয়ান্**—দিতির থেকে উৎপন্ন; **কীর্তয়ামি**—আমি বর্ণনা করব; **তে**—তোমার কাছে; **যত্র**—যেখানে; **ভাগবতঃ**—পরম ভক্ত; **শ্রীমান্**—যশস্বী; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ; **বলিঃ**—বলি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **চ**—ও।

অনুবাদ

এখন আমি দিতির গর্ভজাত এবং কশ্যপের পুত্র দৈত্যদের সম্বন্ধে তোমার কাছে বর্ণনা করব। এই দৈত্যবংশে পরম ভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ এবং বলি মহারাজও আবির্ভূত হন। দিতির গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করার ফলে অসুরদের দৈত্য বলা হয়।

শ্লোক ১১

দিতের্দ্বাবেব দায়াদৌ দৈত্যদানববন্দিতৌ ।
হিরণ্যকশিপুর্নাম হিরণ্যাক্ষশ্চ কীর্তিতৌ ॥ ১১ ॥

দিতেঃ—দিতির; **দ্বৌ**—দুই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **দায়াদৌ**—পুত্র; **দৈত্য-দানব**—দৈত্য এবং দানবদের দ্বারা; **বন্দিতৌ**—পূজিত; **হিরণ্যকশিপুঃ**—হিরণ্যকশিপু; **নাম**—নামক; **হিরণ্যাক্ষঃ**—হিরণ্যাক্ষ; **চ**—ও; **কীর্তিতৌ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

প্রথমে দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তারা উভয়েই অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং দৈত্য ও দানবদের দ্বারা পূজিত হয়েছিল।

শ্লোক ১২-১৩

হিরণ্যকশিপোর্ভার্যা কয়াধুর্নাম দানবী ।
জম্ভস্য তনয়া সা তু সুষুবে চতুরঃ সুতান্ ॥ ১২ ॥
সংহ্রাদং প্রাগনুহ্রাদং হ্রাদং প্রহ্রাদমেব চ ।
তৎস্বসা সিংহিকা নাম রাহুং বিপ্রচিতোঽগ্রহীৎ ॥ ১৩ ॥

হিরণ্যকশিপোঃ—হিরণ্যকশিপুর; **ভার্যা**—পত্নী; **কয়াধুঃ**—কয়াধু; **নাম**—নাম্নী; **দানবী**—দনুর বংশধর; **জম্ভস্য**—জম্ভর; **তনয়া**—কন্যা; **সা**—তিনি; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **সুষুবে**—জন্ম দিয়েছিল; **চতুরঃ**—চার; **সুতান্**—পুত্র; **সংহ্রাদম্**—সংহ্লাদ; **প্রাক্**—প্রথম; **অনুহ্রাদম্**—অনুহ্লাদ; **হ্রাদম্**—হ্লাদ; **প্রহ্রাদম্**—প্রহ্লাদ; **এব**—ও; **চ**—এবং; **তৎ-স্বসা**—তাঁর ভগ্নী; **সিংহিকা**—সিংহিকা; **নাম**—নামক; **রাহুম্**—রাহু; **বিপ্রচিতঃ**—বিপ্রচিৎ থেকে; **অগ্রহীৎ**—প্রাপ্ত হয়েছিল।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপুর পত্নীর নাম ছিল কয়াধু। তিনি ছিলেন জম্ভ দানবের কন্যা। তাঁর গর্ভে যথাক্রমে সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ এবং প্রহ্লাদ নামক চার পুত্রের জন্ম হয়। এই চার পুত্রের ভগ্নীর নাম সিংহিকা। তার সঙ্গে বিপ্রচিৎ দানবের বিবাহ হয় এবং রাহু নামক এক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৪

শিরোঽহরদ্যস্য হরিশ্চক্রেণ পিবতোঽমৃতম্ ।
সংহ্রাদস্য কৃতির্ভার্যাসূত পঞ্চজনং ততঃ ॥ ১৪ ॥

শিরঃ—মস্তক; **অহরৎ**—ছেদন করেছিল; **যস্য**—যার; **হরিঃ**—হরি; **চক্রেণ**—চক্রের দ্বারা; **পিবতঃ**—পান করার সময়; **অমৃতম্**—অমৃত; **সংহ্রাদস্য**—সংহ্লাদের; **কৃতিঃ**—কৃতি; **ভার্যা**—পত্নী; **অসূত**—জন্মদান করেছিল; **পঞ্চজনম্**—পঞ্চজন; **ততঃ**—তার থেকে।

অনুবাদ

রাহু যখন ছদ্মবেশ ধারণ করে দেবতাদের মধ্যে অমৃত পান করছিল, তখন ভগবান শ্রীহরি তার শিরশ্ছেদ করেন। সংহ্লাদের পত্নী কৃতির গর্ভে পঞ্চজন নামক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৫

হ্রাদস্য ধমনির্ভার্যাসূত বাতাপিমিল্বলম্ ।
যোঽগস্ত্যায় ত্বতিথয়ে পেচে বাতাপিমিল্বলঃ ॥ ১৫ ॥

হ্রাদস্য—হ্লাদের; **ধমনিঃ**—ধমনি; **ভার্যা**—পত্নী; **অসূত**—প্রসব করেছিলেন; **বাতাপিম্**—বাতাপি; **ইল্বলম্**—ইল্বল; **যঃ**—যে; **অগস্ত্যায়**—অগস্ত্যকে; **তু**—কিন্তু; **অতিথয়ে**—তার অতিথি; **পেচে**—পাক করে; **বাতাপিম্**—বাতাপিকে; **ইল্বলঃ**—ইল্বল।

অনুবাদ

হ্লাদের পত্নী ধমনি। তার দুই পুত্রের নাম বাতাপি এবং ইল্বল। ইল্বল মেষরূপী বাতাপিকে পাক করে অতিথি অগস্ত্যকে ভোজন করতে দিয়েছিল।

শ্লোক ১৬

অনুহ্রাদস্য সূর্যায়াং বাষ্কলো মহিষস্তথা ।
বিরোচনস্তু প্রাহ্রাদির্দেব্যাং তস্যাভবদ্বলিঃ ॥ ১৬ ॥

অনুহ্রাদস্য—অনুহ্লাদের; **সূর্যায়াম্**—সূর্যা থেকে; **বাষ্কলঃ**—বাষ্কল; **মহিষঃ**—মহিষ; **তথা**—ও; **বিরোচনঃ**—বিরোচন; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **প্রাহ্রাদিঃ**—প্রহ্লাদের পুত্র; **দেব্যাম্**—তাঁর পত্নী থেকে; **তস্য**—তাঁর; **অভবৎ**—হয়েছিল; **বলিঃ**—বলি।

অনুবাদ

অনুহ্লাদের পত্নীর নাম সূর্যা। তার গর্ভে বাষ্কল এবং মহিষ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তাঁর পত্নী দেবীর গর্ভে বলি মহারাজের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৭

বাণজ্যেষ্ঠং পুত্রশতমশনায়াং ততোঽভবৎ ।
তস্যানুভাবং সুশ্লোক্যং পশ্চাদেবাভিধাস্যতে ॥ ১৭ ॥

বাণ-জ্যেষ্ঠম্—সর্বজ্যেষ্ঠ বাণ; **পুত্র-শতম্**—এক শত পুত্র; **অশনায়াম্**—অশনা থেকে; **ততঃ**—তার থেকে; **অভবৎ**—হয়েছিল; **তস্য**—তাঁর; **অনুভাবম্**—চরিত্র; **সুশ্লোক্যম্**—প্রশংসনীয়; **পশ্চাৎ**—পরে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অভিধাস্যতে**—বর্ণনা করা হবে।

অনুবাদ

তারপর বলি মহারাজ অশনার গর্ভে এক শত পুত্র উৎপাদন করেন। তাদের মধ্যে বাণ ছিল সর্বজ্যেষ্ঠ। বলি মহারাজের প্রশংসনীয় কার্যকলাপ পরে (অষ্টম স্কন্ধে) বর্ণিত হবে।

শ্লোক ১৮

বাণ আরাধ্য গিরিশং লেভে তদ্‌গণমুখ্যতাম্ ।
যৎপার্শ্বে ভগবানাস্তে হ্যদ্যাপি পুরপালকঃ ॥ ১৮ ॥

বাণঃ—বাণ; **আরাধ্য**—আরাধনা করে; **গিরিশম্**—মহাদেবের; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **তৎ**—তাঁর (শিবের); **গণ-মুখ্যতাম্**—তাঁর মুখ্য পার্ষদদের অন্যতম; **যৎ-পার্শ্বে**—যার পাশে; **ভগবান্**—দেবাদিদেব মহাদেব; **আস্তে**—থাকেন; **হি**—যার ফলে; **অদ্য**—এখন; **অপি**—ও; **পুর-পালকঃ**—তার রাজধানীর রক্ষক।

অনুবাদ

বাণ শিবের আরাধনা করে তাঁর শ্রেষ্ঠ পার্ষদ্‌দের অন্যতম হয়েছিলেন। এখনও শিব বাণের রাজধানী রক্ষা করেন এবং সর্বদা তার পাশে থাকেন।

শ্লোক ১৯

মরুতশ্চ দিতেঃ পুত্রাশ্চত্বারিংশন্নবাধিকাঃ ।
ত আসন্নপ্রজাঃ সর্বে নীতা ইন্দ্রেণ সাত্মতাম্ ॥ ১৯ ॥

মরুতঃ—মরুৎগণ; **চ**—এবং; **দিতেঃ**—দিতির; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **চত্বারিংশৎ**—চল্লিশ; **নব-অধিকাঃ**—আরও নয়জন; **তে**—তারা; **আসন্**—ছিলেন; **অপ্রজাঃ**—অপুত্রক; **সর্বে**—সকলে; **নীতাঃ**—নীত হয়েছিলেন; **ইন্দ্রেণ**—ইন্দ্রের দ্বারা; **স-আত্মতাম্**—দেবত্ব।

অনুবাদ

ঊনপঞ্চাশজন মরুতেরাও দিতির পুত্র। তাঁরা অপুত্রক ছিলেন। দিতির পুত্র হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্র তাঁদের দেবত্ব দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

নাস্তিকদের যখন চরিত্রের পরিবর্তন হয়, তখন দৈত্যেরাও দেবতার পদে উন্নীত হতে পারেন। সারা ব্রহ্মাণ্ডে দুই প্রকার মানুষ রয়েছে। এক দেবতা নামক বিষ্ণুভক্ত, এবং তাঁদের ঠিক বিপরীত যারা তাদের বলা হয় অসুর। এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে অসুরেরাও দেবতায় পরিণত হতে পারে।

শ্লোক ২০

শ্রীরাজোবাচ

কথং ত আসুরং ভাবমপোহ্যৌৎপত্তিকং গুরো ।
ইন্দ্রেণ প্রাপিতাঃ সাত্ম্যং কিং তৎ সাধু কৃতং হি তৈঃ ॥ ২০ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **কথম্**—কেন; **তে**—তারা; **আসুরম্**—আসুরিক; **ভাবম্**—মনোবৃত্তি; **অপোহ্য**—পরিত্যাগ করে; **ঔৎপত্তিকম্**—জন্মের ফলে; **গুরো**—গুরুদেব; **ইন্দ্রেণ**—ইন্দ্রের দ্বারা; **প্রাপিতাঃ**—পরিবর্তিত হয়েছিল; **স-আত্ম্যম্**—দেবতায়; **কিম্**—কেন; **তৎ**—সুতরাং; **সাধু**—পুণ্যকর্ম; **কৃতম্**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে গুরুদেব, সেই ঊনপঞ্চাশজন মরুৎ তাঁদের জন্মের ফলে নিশ্চয়ই আসুরিক-ভাবাপন্ন ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র কেন তাঁদের অসুরভাব পরিত্যাগ করিয়ে দেবত্ব প্রদান করেছিলেন? তাঁরা কি কোন পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন?

শ্লোক ২১

ইমে শ্রদ্দধতে ব্রহ্মন্নৃষয়ো হি ময়া সহ ।
পরিজ্ঞানায় ভগবংস্তন্নো ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২১ ॥

ইমে—এই সমস্ত; **শ্রদ্দধতে**—উৎসুক; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ময়া সহ**—আমার সঙ্গে; **পরিজ্ঞানায়**—জানবার জন্য; **ভগবন্**—হে মহাত্মন্; **তৎ**—অতএব; **নঃ**—আমাদের; **ব্যাখ্যাতুম্ অর্হসি**—দয়া করে ব্যাখ্যা করুন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, আমি এবং আমার সঙ্গে এখানে উপস্থিত সমস্ত ঋষিরা এই বিষয়ে জানবার জন্য উৎসুক। অতএব হে মহাত্মন্, দয়া করে আমাদের তার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

শ্লোক ২২

শ্রীসূত উবাচ
তদ্বিষ্ণুরাতস্য স বাদরায়ণি-
র্বচো নিশম্যাদৃতমল্পমর্থবৎ ।
সভাজয়ন্ সংনিভৃতেন চেতসা
জগাদ সত্রায়ণ সর্বদর্শনঃ ॥ ২২ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **তৎ**—সেই সমস্ত; **বিষ্ণুরাতস্য**—মহারাজ পরীক্ষিতের; **সঃ**—তিনি; **বাদরায়ণিঃ**—শুকদেব গোস্বামী; **বচঃ**—বলেছিলেন; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **আদৃতম্**—শ্রদ্ধাশীল; **অল্পম্**—সংক্ষিপ্ত; **অর্থবৎ**—অর্থযুক্ত; **সভাজয়ন্ সন্**—প্রশংসা করে; **নিভৃতেন চেতসা**—পরম আনন্দ সহকারে; **জগাদ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **সত্রায়ণ**—হে শৌনক; **সর্ব-দর্শনঃ**—যিনি সর্বজ্ঞ।

অনুবাদ

শ্রী সূত গোস্বামী বললেন—হে মহর্ষি শৌনক, মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রদ্ধাপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বচন শ্রবণপূর্বক সর্বজ্ঞ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সানন্দে তাঁর প্রশংসা করে উত্তর দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন, কারণ তা সংক্ষিপ্ত হলেও, দিতির পুত্রেরা দৈত্য হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে দেবতায়

পরিণত হয়েছিলেন, সেই সম্বন্ধে এটি ছিল এক সারগর্ভ প্রশ্ন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, দিতি যদিও অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির মনোভাব অবলম্বন করার ফলে তাঁর হৃদয় পবিত্র হয়েছিল। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, কশ্যপ মুনি মহাজ্ঞানী এবং আধ্যাত্মিক চেতনায় অত্যন্ত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর সুন্দরী পত্নীর রূপের শিকার হয়েছিলেন। এই প্রশ্নগুলি মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত সংক্ষেপে করেছিলেন এবং তাই শুকদেব গোস্বামী তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

শ্রীশুক উবাচ

হতপুত্রা দিতিঃ শক্রপার্ষ্ণিগ্রাহেণ বিষ্ণুনা ।
মন্যুনা শোকদীপ্তেন জ্বলন্তী পর্যচিন্তয়ৎ ॥ ২৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **হত-পুত্রা**—যাঁর পুত্রদের হত্যা করা হয়েছে; **দিতিঃ**—দিতি; **শক্র-পার্ষ্ণি-গ্রাহেণ**—যিনি ইন্দ্রকে সাহায্য করছিলেন; **বিষ্ণুনা**—শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা; **মন্যুনা**—ক্রোধান্বিতা হয়ে; **শোক-দীপ্তেন**—শোকের দ্বারা উদ্দীপ্ত; **জ্বলন্তী**—প্রজ্বলিত; **পর্যচিন্তয়ৎ**—চিন্তা করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ইন্দ্রকে সাহায্য করার জন্যই ভগবান শ্রীবিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু নামক দুই ভ্রাতাকে হত্যা করেছিলেন। তাদের মৃত্যুতে তাদের মাতা দিতি শোকপ্রদীপ্ত ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৪

কদা নু ভ্রাতৃহন্তারমিন্দ্রিয়ারামমুল্বণম্ ।
অক্লিন্নহৃদয়ং পাপং ঘাতয়িত্বা শয়ে সুখম্ ॥ ২৪ ॥

কদা—কখন; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **ভ্রাতৃ-হন্তারম্**—ভ্রাতৃঘাতক; **ইন্দ্রিয়-আরামম্**—ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **উল্বণম্**—নিষ্ঠুর; **অক্লিন্ন-হৃদয়ম্**—কঠিন হৃদয়; **পাপম্**—পাপী; **ঘাতয়িত্বা**—হত্যা করিয়ে; **শয়ে**—নিদ্রা যাব; **সুখম্**—সুখে।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণ ইন্দ্র তাঁর দুই ভাই হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুকে বিষ্ণুর দ্বারা বধ করিয়েছে। অতএব ইন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কঠিন হৃদয় এবং পাপিষ্ঠ। কবে আমি তাকে হত্যা করে সুখে নিদ্রা যাব?

শ্লোক ২৫

কৃমিবিড়্ভস্মসংজ্ঞাসীদ্যস্যেশাভিহিতস্য চ ।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥ ২৫ ॥

কৃমি—কৃমি; **বিট্**—বিষ্ঠা; **ভস্ম**—ভস্ম; **সংজ্ঞা**—নাম; **আসীৎ**—হয়েছিল; **যস্য**—যার (দেহের); **ঈশ-অভিহিতস্য**—রাজা নামে অভিহিত হওয়া সত্ত্বেও; **চ**—ও; **ভূত-ধ্রুক্**—যে অন্যদের ক্ষতি করে; **তৎ-কৃতে**—সেই জন্য; **স্ব-অর্থম্**—তার ব্যক্তিগত স্বার্থ; **কিম্ বেদ**—সে কি জানে; **নিরয়ঃ**—নরক-যন্ত্রণা; **যতঃ**—যার থেকে।

অনুবাদ

রাজা বা অধীশ্বর নামে খ্যাত ব্যক্তিদের দেহ মৃত্যুর পর কৃমি, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পরিণত হবে। সেই দেহ রক্ষার জন্য কেউ যদি হিংসা-পরায়ণ হয়ে অন্যদের হত্যা করে, সে কি জীবনের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অবগত? অবশ্যই নয়, কারণ জীব-হিংসার ফলে তাকে নিশ্চিতভাবে নরকে যেতে হবে।

তাৎপর্য

জড় দেহ, এমন কি মহান রাজাদের দেহও চরমে বিষ্ঠা, কৃমি বা ভস্মে পরিণত হয়। কেউ যখন দেহাত্ম-বুদ্ধির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, সে নিশ্চয় যথেষ্ট বুদ্ধিমান নয়।

শ্লোক ২৬

আশাসানস্য তস্যেদং ধ্রুবমুন্নদ্ধচেতসঃ ।
মদশোষক ইন্দ্রস্য ভূয়াদ্ যেন সুতো হি মে ॥ ২৬ ॥

আশাসানস্য—চিন্তা করে; **তস্য**—তার; **ইদম্**—এই (শরীর); **ধ্রুবম্**—নিত্য; **উন্নদ্ধ-চেতসঃ**—যার মন বশীভূত নয়; **মদ-শোষক**—যে মদমত্ততা দূর করতে পারে;

ইন্দ্রস্য—ইন্দ্রের; **ভূয়াৎ**—হতে পারে; **যেন**—যার দ্বারা; **সুতঃ**—পুত্র; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মে**—আমার।

অনুবাদ

দিতি চিন্তা করেছিলেন—ইন্দ্র মনে করে যে তার শরীর নিত্য, এবং তার ফলে সে উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে। তাই আমি এমন এক পুত্র কামনা করি যে ইন্দ্রের মদমত্ততা দূর করবে। সেই জন্য আমাকে কোন উপায় স্থির করতে হবে।

তাৎপর্য

যারা দেহে আত্মবুদ্ধি করে, তাদের শাস্ত্রে গরু এবং গাধার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই প্রকার নিকৃষ্ট স্তরের পশুর মতো চেতনা সমন্বিত ইন্দ্রকে দিতি দণ্ডদান করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭-২৮

ইতি ভাবেন সা ভর্তুরাচচারাসকৃৎ প্রিয়ম্ ।
শুশ্রূষয়ানুরাগেণ প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥ ২৭ ॥
ভক্ত্যা পরময়া রাজন্ মনোজ্ঞৈর্বল্গুভাষিতৈঃ ।
মনো জগ্রাহ ভাবজ্ঞা সস্মিতাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি—এই প্রকার; **ভাবেন**—অভিপ্রায় সহকারে; **সা**—তিনি; **ভর্তুঃ**—পতির; **আচচার**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **প্রিয়ম্**—প্রিয় কার্য; **শুশ্রূষয়া**—সেবার দ্বারা; **অনুরাগেণ**—প্রেম সহকারে; **প্রশ্রয়েণ**—বিনম্রতা সহকারে; **দমেন**—আত্ম-সংযম সহকারে; **চ**—ও; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **পরময়া**—মহান; **রাজন্**—হে রাজন্; **মনোজ্ঞৈঃ**—মনোহর; **বল্গুভাষিতৈঃ**—মধুর বাক্যের দ্বারা; **মনঃ**—তাঁর মন; **জগ্রাহ**—তাঁর বশীভূত করেছিলেন; **ভাবজ্ঞা**—তাঁর প্রকৃতি জেনে; **সস্মিত**—হাস্যযুক্ত; **অপাঙ্গ-বীক্ষণৈঃ**—কটাক্ষের দ্বারা।

অনুবাদ

এই ভেবে (ইন্দ্রহন্তা পুত্র কামনা করে), দিতি নিরন্তর তাঁর মনোহর আচরণের দ্বারা কশ্যপের প্রসন্নতা বিধান করতে লাগলেন। হে রাজন্, দিতি সর্বদা কশ্যপের সমস্ত বাসনা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে পূর্ণ করতে লাগলেন। তাঁর সেবা, প্রেম,

বিনয়, আত্মসংযম, মৃদুহাস্য এবং মনোমুগ্ধকর দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাঁর পতির মন আকৃষ্ট করে তাঁকে তাঁর বশীভূত করেছিলেন।

তাৎপর্য

যখন কোন স্ত্রী তাঁর পতির প্রিয় হতে চান, তখন তাঁকে নিষ্ঠা সহকারে তাঁর আদেশ পালন করতে হয় এবং সর্বতোভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করতে হয়। পতি যখন পত্নীর প্রতি প্রসন্ন হন, তখন পত্নী তাঁর কাছ থেকে অলঙ্কার আদি সমস্ত আবশ্যকতাগুলি প্রাপ্ত হতে পারেন এবং সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়-সুখ প্রাপ্ত হতে পারেন। এখানে দিতির আচরণে তা সূচিত হয়।

শ্লোক ২৯

এবং স্ত্রিয়া জড়ীভূতো বিদ্বানপি মনোজ্ঞয়া ।
বাঢ়মিত্যাহ বিবশো ন তচ্চিত্রং হি যোষিতি ॥ ২৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্ত্রিয়া**—স্ত্রীর দ্বারা; **জড়ীভূতঃ**—মোহিত হয়ে; **বিদ্বান্**—অত্যন্ত জ্ঞানবান; **অপি**—যদিও; **মনোজ্ঞয়া**—অত্যন্ত দক্ষ; **বাঢ়ম্**—হ্যাঁ; **ইতি**—এই প্রকার; **আহ**—বলেছিলেন; **বিবশঃ**—তার নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে; **ন**—না; **তৎ**—তা; **চিত্রম্**—আশ্চর্যজনক; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **যোষিতি**—স্ত্রীলোকের ব্যাপারে।

অনুবাদ

কশ্যপ যদিও ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বান, তবু তিনি কপটাচার-নিপুণা স্ত্রীর শুশ্রূষায় মোহিত হয়ে তাঁর বশীভূত হয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর পত্নীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁর মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করবেন। দিতির প্রতি তাঁর এই উক্তি কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়।

শ্লোক ৩০

বিলোক্যৈকান্তভূতানি ভূতান্যাদৌ প্রজাপতিঃ ।
স্ত্রিয়ং চক্রে স্বদেহার্ধ যয়া পুংসাং মতির্হৃতা ॥ ৩০ ॥

বিলোক্য—দর্শন করে; **একান্ত-ভূতানি**—বিরক্ত; **ভূতানি**—জীবেরা; **আদৌ**—প্রারম্ভে; **প্রজাপতিঃ**—ব্রহ্মা; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রী; **চক্রে**—সৃষ্টি করেছিলেন; **স্ব-দেহ**—তার দেহের; **অর্ধম্**—অর্ধ; **যয়া**—যার দ্বারা; **পুংসাম্**—পুরুষদের; **মতিঃ**—মন; **হৃতা**—অপহৃত হয়।

অনুবাদ

সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা দেখেছিলেন যে, সমস্ত জীবেরা অনাসক্ত। তাই প্রজাবৃদ্ধির জন্য তিনি পুরুষের দেহের অর্ধাঙ্গ দিয়ে স্ত্রী সৃষ্টি করেছিলেন। সেই স্ত্রীদের দ্বারাই পুরুষের চিত্ত অপহৃত হয়।

তাৎপর্য

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড মৈথুন আসক্তির দ্বারা মোহিত, যা ব্রহ্মা প্রজাবৃদ্ধির জন্য, কেবল মনুষ্য সমাজেই নয়, অন্য সমস্ত যোনিতেও সৃষ্টি করেছিলেন। পঞ্চম স্কন্ধে ঋষভদেব সেই সম্বন্ধে বলেছেন, *পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতম্*—সমগ্র জগৎ পুরুষ এবং স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি মৈথুন আসক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। পুরুষ এবং স্ত্রীর মিলনের ফলে এই আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং তার ফলে মানুষ সংসার-বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। এটিই জড় জগতের মোহ। কশ্যপ মুনি অত্যন্ত বিদ্বান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও এই মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন। *মনুসংহিতা* (২/২১৫) এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* (৯/১৯/১৭) উভয় শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥

"কোন নির্জন স্থানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত নয়, এমন কি নিজের মা, ভগিনী অথবা কন্যার সঙ্গেও নয়, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি এতই বলবান যে, মহাজ্ঞানী ব্যক্তিদেরও ভ্রষ্ট করতে পারে।" কোন পুরুষ যখন নির্জন স্থানে কোন স্ত্রীর সঙ্গে থাকে, তখন নিঃসন্দেহে তার কামবাসনা বর্ধিত হয়। তাই *একান্ত-ভূতানি* শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে কামবাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যতদূর সম্ভব স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করা উচিত। কামবাসনা এতই প্রবল যে, যদি মানুষ নির্জন স্থানে কোন স্ত্রীর সঙ্গে থাকে, এমন কি তার মা, ভগ্নী বা কন্যাও যদি হয়, তা হলেও সে কামবাসনার দ্বারা অভিভূত হবে।

শ্লোক ৩১

এবং শুশ্রূষিতস্তাত ভগবান্ কশ্যপঃ স্ত্রিয়া ।
প্রহস্য পরমপ্রীতো দিতিমাহাভিনন্দ্য চ ॥ ৩১ ॥

এবম্—এইভাবে; **শুশ্রূষিতঃ**—সেবিত হয়ে; **তাত**—হে প্রিয়; **ভগবান্**—শক্তিমান; **কশ্যপঃ**—কশ্যপ; **স্ত্রিয়া**—স্ত্রীর দ্বারা; **প্রহস্য**—হেসে; **পরম-প্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **দিতিম্**—দিতির প্রতি; **আহ**—বলেছিলেন; **অভিনন্দ্য**—স্বীকৃতি দিয়ে; **চ**—ও।

অনুবাদ

হে প্রিয়, অত্যন্ত শক্তিশালী ঋষি কশ্যপ তাঁর পত্নী দিতির মধুর আচরণে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন।

শ্লোক ৩২

শ্রীকশ্যপ উবাচ

বরং বরয় বামোরু প্রীতস্তেঽহমনিন্দিতে ।
স্ত্রিয়া ভর্তরি সুপ্রীতে কঃ কাম ইহ চাগমঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রী-কশ্যপঃ উবাচ—কশ্যপ মুনি বলছিলেন; **বরম্**—বর; **বরয়**—প্রার্থনা কর; **বামোরু**—হে সুন্দরী; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন; **তে**—তোমার প্রতি; **অহম্**—আমি; **অনিন্দিতে**—হে অনিন্দনীয়া; **স্ত্রিয়াঃ**—স্ত্রীর জন্য; **ভর্তরি**—পতি যখন; **সুপ্রীতে**—প্রসন্ন হন; **কঃ**—কি; **কামঃ**—বাসনা; **ইহ**—এখানে; **চ**—এবং; **অগমঃ**—দুর্লভ।

অনুবাদ

কশ্যপ মুনি বললেন—হে সুন্দরী, হে অনিন্দিতে, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, অতএব তুমি যে কোন বর প্রার্থনা করতে পার। পতি যদি প্রসন্ন হন, তা হলে স্ত্রীর ইহকালে অথবা পরকালে কোন্ কামনা দুর্লভ হতে পারে?

শ্লোক ৩৩-৩৪

পতিরেব হি নারীণাং দৈবতং পরমং স্মৃতম্ ।
মানসঃ সর্বভূতানাং বাসুদেবঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ৩৩ ॥
স এব দেবতালিঙ্গৈর্নামরূপবিকল্পিতৈঃ ।
ইজ্যতে ভগবান্ পুম্ভিঃ স্ত্রীভিশ্চ পতিরূপধৃক্ ॥ ৩৪ ॥

পতিঃ—পতি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **নারীণাম্**—স্ত্রীদের; **দৈবতম্**—দেবতা; **পরমম্**—পরম; **স্মৃতম্**—মনে করা হয়; **মানসঃ**—হৃদয়স্থিত; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **বাসুদেবঃ**—বাসুদেব; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতিঃ**—পতি; **সঃ**—তিনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **দেবতালিঙ্গৈঃ**—দেবমূর্তিতে; **নাম**—নাম; **রূপ**—রূপ; **বিকল্পিতৈঃ**—কল্পিত; **ইজ্যতে**—পূজিত হন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুম্ভিঃ**—মানুষদের দ্বারা; **স্ত্রীভিঃ**—স্ত্রীদের দ্বারা; **চ**—ও; **পতি-রূপ-ধৃক্**—পতিরূপে।

অনুবাদ

নারীদের পতিই পরম দেবতা। লক্ষ্মীপতি ভগবান বাসুদেব যেমন সকলের অন্তঃকরণে অবস্থান করে ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপের দ্বারা বিভিন্ন দেবমূর্তিতে কর্মীদের পূজার পাত্র হন, তেমনই, সেই ভগবানই পতিরূপে স্ত্রীদের পূজার বিষয় হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৩) ভগবান বলেছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, যাঁরা ভক্তিপূর্বক অন্য দেবতাদের পূজা করেন, তাঁরাও অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করেন।" দেবতারা ভগবানের বিভিন্ন সহকারী, যাঁরা তাঁর হাত এবং পায়ের মতো কার্য করে। যাদের ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই এবং যারা তাঁর পরম পদ বুঝতে পারে না, তাদের কখনও কখনও ভগবানের অঙ্গস্বরূপ দেবতাদের পূজা করার উপদেশ দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকেরা, যাঁরা সাধারণত পতির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হন, যদি বাসুদেবের প্রতিনিধিরূপে পতির পূজা করেন, তা হলে তাঁরা লাভবান হন, ঠিক যেভাবে অজামিল তাঁর পুত্র নারায়ণের নাম ধরে ডাকার ফলে লাভবান হয়েছিলেন। অজামিল তাঁর পুত্রের প্রতি আসক্ত ছিলেন, কিন্তু সেই নারায়ণ নামের প্রতি আসক্তির ফলে, তিনি সেই নাম উচ্চারণের প্রভাবে মুক্তিলাভ করেছিলেন। ভারতবর্ষে পতিকে এখনও পতিগুরু বলা হয়। পতি এবং পত্নী যদি কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি লাভের জন্য পরস্পরের প্রতি আসক্ত হন, তা হলে তাঁদের সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক তাঁদের এই উন্নতির জন্য অত্যন্ত অনুকূল হয়। যদিও ইন্দ্র, অগ্নি আদি নাম কখনও কখনও বৈদিক মন্ত্রে উচ্চারিত হয় (*ইন্দ্রায়*

স্বাহা, অগ্নয়ে স্বাহা), কিন্তু বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ দেবতাদের অথবা পতির পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩৫

তস্মাৎ পতিব্রতা নার্যঃ শ্রেয়স্কামাঃ সুমধ্যমে ।
যজন্তেঽনন্যভাবেন পতিমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **পতিব্রতাঃ**—পতিপরায়ণা; **নার্যঃ**—নারী; **শ্রেয়ঃ-কামাঃ**—বিবেকবতী; **সু-মধ্যমে**—হে সুমধ্যমে; **যজন্তে**—পূজা করে; **অনন্যভাবেন**—ভক্তিপূর্বক; **পতিম্**—পতিকে; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **ঈশ্বরম্**—ভগবানের প্রতিনিধি।

অনুবাদ

হে সুমধ্যমে, বিবেকবতী পত্নীর কর্তব্য পতিব্রতা হয়ে পতির আদেশ পালন করা। পতিকে বাসুদেবের প্রতিনিধিরূপে জেনে, পরম ভক্তি সহকারে পতির পূজা করাই স্ত্রীর কর্তব্য।

শ্লোক ৩৬

সোঽহং ত্বয়ার্চিতো ভদ্রে ঈদৃগ্‌ভাবেন ভক্তিতঃ ।
তং তে সম্পাদয়ে কামমসতীনাং সুদুর্লভম্ ॥ ৩৬ ॥

সঃ—সেই প্রকার ব্যক্তি; **অহম্**—আমি; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **অর্চিতঃ**—পূজিত; **ভদ্রে**—হে কল্যাণী; **ঈদৃক্-ভাবেন**—এইভাবে; **ভক্তিতঃ**—ভক্তি সহকারে; **তম্**—তা; **তে**—তোমার; **সম্পাদয়ে**—পূর্ণ করব; **কামম্**—বাসনা; **অসতীনাম্**—অসতীদের; **সুদুর্লভম্**—অত্যন্ত দুর্লভ।

অনুবাদ

হে ভদ্রে, যেহেতু তুমি আমাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করে পরম ভক্তি সহকারে পূজা করেছ, তাই আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করে তোমাকে পুরস্কৃত করব, যা অসতী পত্নীদের পক্ষে দুর্লভ।

শ্লোক ৩৭

দিতিরুবাচ

বরদো যদি মে ব্রহ্মন্ পুত্রমিন্দ্রহণং বৃণে ।
অমৃত্যুং মৃতপুত্রাহং যেন মে ঘাতিতৌ সুতৌ ॥ ৩৭ ॥

দিতিঃ উবাচ—দিতি বললেন; **বর-দঃ**—বর প্রদানকারী; **যদি**—যদি; **মে**—আমাকে; **ব্রহ্মন্**—হে মহাত্মা; **পুত্রম্**—পুত্র; **ইন্দ্র-হণম্**—যে ইন্দ্রকে বধ করতে পারবে; **বৃণে**—আমি প্রার্থনা করি; **অমৃত্যুম্**—অমর; **মৃতপুত্রা**—যার পুত্রেরা মারা গেছে; **অহম্**—আমি; **যেন**—যার দ্বারা; **মে**—আমার; **ঘাতিতৌ**—হত্যা করা হয়েছে; **সুতৌ**—দুই পুত্র।

অনুবাদ

দিতি উত্তর দিলেন—হে মহাত্মা পতিদেব, আমি আমার পুত্রদের হারিয়েছি। আপনি যদি আমাকে বর দিতে চান, তা হলে এক অমর পুত্র প্রার্থনা করি, যে ইন্দ্রকে হত্যা করতে পারবে। কারণ বিষ্ণুর সাহায্যে ইন্দ্র আমার দুই পুত্র হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছে।

তাৎপর্য

ইন্দ্রহণম্ শব্দটির অর্থ 'যে ইন্দ্রকে হত্যা করতে পারে' কিন্তু তার আর একটি অর্থ হতে পারে 'যে ইন্দ্রকে অনুসরণ করে'। *অমৃত্যুম্* শব্দটি দেবতাদের বোঝায়, যাঁদের আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের মতো মৃত্যু হয় না। যেমন ব্রহ্মার আয়ু বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে—*সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ* । ব্রহ্মার একদিন বা বারো ঘণ্টায় এক হাজার চতুর্যুগ বা ১০০০×৪৩,২০,০০০ বছর। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, ব্রহ্মার আয়ু সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত। দেবতাদের তাই বলা হয় অমর অর্থাৎ মৃত্যু হয় না। এই জড় জগতে কিন্তু সকলকেই মরতে হয়। তাই *অমৃত্যুম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, দিতি দেবতাদের সমতুল্য একটি পুত্র চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৮

নিশম্য তদ্বচো বিপ্রো বিমনাঃ পর্যতপ্যত ।
অহো অধর্মঃ সুমহানদ্য মে সমুপস্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **তৎ-বচঃ**—তার কথা; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **বিমনাঃ**—বিষণ্ণ হয়েছিলেন; **পর্যতপ্যত**—অনুতাপ করেছিলেন; **অহো**—হায়; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **সুমহান্**—অত্যন্ত মহান; **অদ্য**—আজ; **মে**—আমার; **সমুপস্থিতঃ**—উপস্থিত হয়েছে।

অনুবাদ

দিতির অনুরোধ শুনে কশ্যপ মুনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে অনুতাপ করেছিলেন, "আহা, আজ আমার ইন্দ্রহত্যারূপ মহা অধর্ম উপস্থিত হয়েছে।"

তাৎপর্য

কশ্যপ মুনি তাঁর পত্নী দিতির ইচ্ছা পূর্ণ করতে যদিও আগ্রহী ছিলেন, তবু তিনি যখন শুনলেন যে সে ইন্দ্রহন্তা পুত্র চায়, তখন তাঁর সমস্ত আনন্দ দূর হয়ে গিয়েছিল, কারণ তিনি দিতির সেই বাসনার বিরোধী ছিলেন।

শ্লোক ৩৯

অহো অর্থেন্দ্রিয়ারামো যোষিন্ময্যেহ মায়য়া ।
গৃহীতচেতাঃ কৃপণঃ পতিষ্যে নরকে ধ্রুবম্ ॥ ৩৯ ॥

অহো—হায়; **অর্থ-ইন্দ্রিয়-আরামঃ**—জড় সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **যোষিৎ-ময্যা**—স্ত্রীরূপে; **ইহ**—এখানে; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **গৃহীত-চেতাঃ**—আমার মন মোহিত হয়েছে; **কৃপণঃ**—হতভাগ্য; **পতিষ্যে**—আমি পতিত হব; **নরকে**—নরকে; **ধ্রুবম্**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

কশ্যপ মুনি ভাবলেন—হায়, আমি এখন জড় সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছি। তাই আমার মন স্ত্রীরূপিনী ভগবানের মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে। হতভাগ্য আমি নিশ্চয় নরকে পতিত হব।

শ্লোক ৪০

কোঽতিক্রমোঽনুবর্তন্ত্যাঃ স্বভাবমিহ যোষিতঃ ।
ধিঙ্ মাং বতাবুধং স্বার্থে যদহং ত্বজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪০ ॥

কঃ—কি; **অতিক্রমঃ**—অপরাধ; **অনুবর্তন্ত্যাঃ**—অনুসরণ করে; **স্বভাবম্**—তার প্রকৃতি; **ইহ**—এখানে; **যোষিতঃ**—রমণীর; **ধিক্**—ধিক্কার; **মাম্**—আমাকে; **বত**—হায়; **অবুধম্**—অনভিজ্ঞ; **স্বার্থে**—আমার হিত সাধনে; **যৎ**—যেহেতু; **অহম্**—আমি; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অজিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—আমার ইন্দ্রিয়-সংযমে অক্ষম।

অনুবাদ

আমার এই পত্নী তার স্বভাব অনুসারেই উপায় উদ্ভাবন করেছে, এবং তাই তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু আমি পুরুষ। তাই আমাকেই ধিক্! যেহেতু আমি অজিতেন্দ্রিয়, তাই আমার প্রকৃত হিত সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ।

তাৎপর্য

স্ত্রীর সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে জড় জগৎকে ভোগ করা। সে তার পতির জিহ্বা, উদর এবং উপস্থের তুষ্টি সাধন করে জড় সুখভোগে প্রবৃত্ত করায়। নারী সুস্বাদু আহার্য রন্ধনে অত্যন্ত নিপুণ হয়, যাতে তারা অনায়াসে তাদের পতিকে সুস্বাদু আহার্য ভোজন করানোর দ্বারা প্রসন্ন করতে পারে। কেউ যখন সুস্বাদু খাদ্য আহার করে, তখন তার উদর তৃপ্ত হয়, এবং উদর তৃপ্ত হলে উপস্থ অত্যন্ত প্রবল হয়। বিশেষ করে মানুষ যখন মাংস আহার, সুরাপান ইত্যাদি রাজসিক দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হয়, তখন সে নিশ্চিতভাবে মৈথুন-পরায়ণ হয়। মানুষের বোঝা উচিত যে, মৈথুনের প্রবণতা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য নয়, নরকে অধঃপতিত হওয়ার জন্য। তাই কশ্যপ মুনি তাঁর অবস্থা বিবেচনা করে অনুতাপ করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, পতি যদি উপযুক্ত শিক্ষা না পায় এবং পত্নীর যদি পতির অনুগামিনী হওয়ার শিক্ষা না থাকে, তা হলে গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। পতিকে জীবনের শুরু থেকেই সেই শিক্ষা লাভ করা কর্তব্য। *কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৬/১)। ব্রহ্মচর্য জীবনে বা শিক্ষার্থী অবস্থায় ভাগবত-ধর্ম শিক্ষা লাভ করা উচিত। তার পর যখন তিনি বিবাহ করেন, তখন তাঁর পত্নী যদি তাঁকে অনুসরণ করেন, তা হলে পতি-পত্নীর সেই সম্পর্ক অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনা ব্যতীত ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য যে পতি-পত্নী সম্পর্ক, তা মোটেই মঙ্গলজনক নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/২/৩) বিশেষ করে এই কলিযুগে পতি-পত্নীর সম্পর্কের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *দাম্পত্যেঽভিরুচির্হেতুঃ*—পতি-পত্নীর সম্পর্ক কেবল মৈথুন ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাই এই কলিযুগে পতি-পত্নী যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন না করে, তা হলে গার্হস্থ্য-জীবন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

শ্লোক ৪১

শরৎপদ্মোৎসবং বক্ত্রং বচশ্চ শ্রবণামৃতম্ ।
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং স্ত্রীণাং কো বেদ চেষ্টিতম্ ॥ ৪১ ॥

শরৎ—শরৎকালীন; **পদ্ম**—পদ্মফুল; **উৎসবম্**—বিকশিত; **বক্ত্রম্**—মুখ; **বচঃ**—বাণী; **চ**—এবং; **শ্রবণ**—কর্ণের; **অমৃতম্**—প্রীতিদায়ক; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **ক্ষুর-ধারা**—ক্ষুরের ধারা; **আভম্**—সদৃশ; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীদের; **কঃ**—কে; **বেদ**—জানে; **চেষ্টিতম্**—আচরণ।

অনুবাদ

স্ত্রীলোকের মুখ শরৎকালের প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো সুন্দর, তাদের বাণী অত্যন্ত মধুর এবং তা কর্ণকে আনন্দ প্রদান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় ক্ষুরধারার মতো তীক্ষ্ণ, অতএব তাদের আচরণ কে বুঝতে পারে?

তাৎপর্য

কশ্যপ মুনি জাগতিক দৃষ্টিতে নারীর এক অত্যন্ত সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন। রমণীরা সাধারণত তাদের সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ, বিশেষ করে যৌবনে, ষোল অথবা সতের বছর বয়সে তারা পুরুষদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়। তাই নারীর মুখকে শরৎকালের বিকশিত পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শরৎকালে পদ্ম যেমন অত্যন্ত সুন্দর, তেমনই নবযৌবনে নারী অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সংস্কৃত ভাষায় নারীর কণ্ঠস্বরকে বলা হয় *নারী-স্বর*, কারণ নারীরা সাধারণত গান করে, এবং বিশেষ করে তারা যখন গান গায় তখন তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বর্তমান সময়ে চিত্রতারকাদের, বিশেষ করে সংগীতশিল্পীদের অত্যন্ত জনপ্রিয়তা দেখা যায়। তাদের অনেকেই কেবল গান গেয়ে বহু টাকা রোজগার করে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীলোকের কণ্ঠে সংগীত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কারণ তার ফলে সন্ন্যাসীরা তাদের শিকার হতে পারে। সন্ন্যাসের অর্থ হচ্ছে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করা, কিন্তু সন্ন্যাসী যদি স্ত্রীলোকের কণ্ঠ শ্রবণ করে এবং স্ত্রীলোকের সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করে, তা হলে সে অবশ্যই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তখন তার পতন অবশ্যম্ভাবী। তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মহান ঋষি বিশ্বামিত্র পর্যন্ত মেনকার শিকার হয়েছিল। তাই যাঁরা আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের স্ত্রীমুখ দর্শন না করার এবং স্ত্রীর কণ্ঠ শ্রবণ না করার ব্যাপারে বিশেষভাবে

সাবধান থাকা উচিত। স্ত্রীর মুখ দর্শন করে তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করা অথবা স্ত্রীর কণ্ঠ শ্রবণ করে তার সংগীতের প্রশংসা করা ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে সূক্ষ্মস্তরের অধঃপতন। তাই কশ্যপ মুনির দ্বারা স্ত্রীর এই বর্ণনা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ।

যদি নারীর শরীর আকর্ষণীয় হয়, মুখমণ্ডল সুন্দর হয় এবং কণ্ঠস্বর মধুর হয়, তা হলে সে পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে একটি ফাঁদের মতো। শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের কোন নারী যখন পুরুষের সেবা করতে আসে, তখন তাকে তৃণাচ্ছাদিত একটি অন্ধকূপ বলে বিবেচনা করা উচিত। মাঠে এই ধরনের অনেক কূপ আছে, এবং যে মানুষ তা জানে না, সে ঘাসের মধ্যে দিয়ে সেই কূপে পতিত হয়। তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেহেতু জড় জগতের আকর্ষণ নারীর প্রতি আকর্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাই কশ্যপ মুনি বিচার করেছেন, "সুতরাং নারীর হৃদয় কে বুঝতে পারে?" চাণক্য পণ্ডিতও উপদেশ দিয়েছেন, *বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ*—"দুইধরনের মানুষকে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়। রাজনীতিবিদ এবং নারী।" এগুলি শাস্ত্রের প্রামাণিক উপদেশ। তাই নারীদের সঙ্গে লেনদেন করার সময় অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত।

কখনও কখনও আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে স্ত্রী এবং পুরুষদের মেলামেশা রয়েছে বলে সমালোচনা করা হয়। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি তো সকলেরই জন্য। তা সে পুরুষ হোক অথবা স্ত্রী-ই হোক তাতে কিছু যায় আসে না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, *স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্*—স্ত্রী, শূদ্র অথবা বৈশ্য, যে কেউ সদ্‌গুরু এবং শাস্ত্রের নির্দেশ নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করার মাধ্যমে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন, সুতরাং ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের আর কি কথা। তাই আমরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সমস্ত সদস্যদের অনুরোধ করি, তাঁরা যেন দেহের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন। তা হলেই সব কিছু ঠিক থাকবে। তা না হলে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্লোক ৪২

ন হি কশ্চিৎ প্রিয়ঃ স্ত্রীণামঞ্জসা স্বাশিষাত্মনাম্ ।
পতিং পুত্রং ভ্রাতরং বা ঘ্নন্ত্যর্থে ঘাতয়ন্তি চ ॥ ৪২ ॥

ন—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **কশ্চিৎ**—কেউ; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীদের; **অঞ্জসা**—প্রকৃতপক্ষে; **স্ব-আশিষা**—তাদের নিজেদের স্বার্থে; **আত্মনাম্**—সর্বাধিক

প্রিয়; **পতিম্**—পতি; **পুত্রম্**—পুত্র; **ভ্রাতরম্**—ভ্রাতা; **বা**—অথবা; **ঘ্নন্তি**—হত্যা করে; **অর্থে**—তাদের নিজেদের স্বার্থে; **ঘাতয়ন্তি**—হত্যা করায়; **চ**—ও।

অনুবাদ

স্ত্রীলোকেরা তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পুরুষদের সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করে যে, পুরুষেরা যেন তাদের সব চাইতে প্রিয়, কিন্তু কেউই তাদের প্রিয় নয়। মনে হয় যেন স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির, কিন্তু তাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তারা তাদের পতি, পুত্র অথবা ভ্রাতাকে পর্যন্ত হত্যা করতে পারে অথবা অন্যদের দিয়ে হত্যা করাতে পারে।

তাৎপর্য

কশ্যপ মুনি খুব ভালভাবে স্ত্রীচরিত্র অধ্যয়ন করেছেন। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই স্বার্থপর, তাই তাদের খুব ভালভাবে রক্ষা করা উচিত যাতে তাদের সেই স্বাভাবিক প্রবণতা প্রকাশিত না হতে পারে। স্ত্রীদের পুরুষদের দ্বারা সুরক্ষার প্রয়োজন। কুমারী অবস্থায় তাদের পিতার তত্ত্বাবধানে, যৌবনে পতির এবং বার্ধক্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত। সেটিই মনুর নির্দেশ, যিনি বলেছেন, কোন অবস্থাতেই স্ত্রীদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়। স্ত্রীদের এই জন্য রক্ষা করা উচিত যাতে তাদের স্বার্থপরতার স্বাভাবিক প্রবণতা প্রকাশ হতে না পারে। বর্তমান সময়েও জীবন-বিমার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য পত্নীর পতিকে হত্যা করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এটি স্ত্রীলোকদের সমালোচনা নয়, তাদের স্বভাবের একটি ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণ। দেহাত্মবুদ্ধিতেই কেবল স্ত্রী-পুরুষের এই প্রকার স্বাভাবিক প্রবণতা প্রকাশ পায়। স্ত্রী অথবা পুরুষ উভয়েই যখন আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নতি লাভ করেন, তখন তাদের দেহাত্মবুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে দূর হয়ে যায়। আমাদের কর্তব্য সমস্ত স্ত্রীদের চিন্ময় সত্তা (*অহং ব্রহ্মাস্মি*) রূপে দর্শন করা, যাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান করা। তখন জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণগুলি, যার প্রভাবে আমাদের এই জড় শরীর ধারণ করতে হয়েছে, তা আর কার্যকরী হবে না।

জড়া প্রকৃতির কলুষের ফলে আমাদের জড় দেহ ধারণ করতে হয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এতই মঙ্গলজনক যে, সেই কলুষ অনায়াসে দূর করা যায়। তাই *ভগবদ্গীতার* শুরুতেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই জানা উচিত যে, তাদের স্বরূপে তারা দেহ নয়, চিন্ময় আত্মা। সকলেরই আত্মার কার্যকলাপে আগ্রহশীল হওয়া উচিত, দেহের কার্যকলাপে নয়। যতক্ষণ

পর্যন্ত মানুষ দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত থাকে, ততক্ষণ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই ভ্রান্তপথে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আত্মাকে কখনও কখনও পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়। কারণ জীব পুরুষের বেশেই থাকুক আর স্ত্রীর বেশেই থাকুক, তার প্রবণতা হচ্ছে এই জড় জগৎকে ভোগ করার। যার এই ভোগ করার প্রবণতা রয়েছে, তাকে পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কেউই অন্যের সেবা করতে আগ্রহী নয়; প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে আগ্রহী। কিন্তু এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন স্ত্রী অথবা পুরুষদের সর্বোত্তম স্তরের শিক্ষা লাভের সুযোগ দিচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত, এবং স্ত্রীদের অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তাদের পতির অনুগামী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত। তার ফলে তাদের উভয়ের জীবনই সুখী হবে।

শ্লোক ৪৩

প্রতিশ্রুতং দদামীতি বচস্তন্ন মৃষা ভবেৎ ।
বধং নার্হতি চেন্দ্রোঽপি তত্রেদমুপকল্পতে ॥ ৪৩ ॥

প্রতিশ্রুতম্—অঙ্গীকার করেছি; **দদামি**—আমি দেব; **ইতি**—এই প্রকার; **বচঃ**—বাক্য; **তৎ**—তা; **ন**—না; **মৃষা**—মিথ্যা; **ভবেৎ**—হতে পারে; **বধম্**—হত্যা; **ন**—না; **অর্হতি**—উপযুক্ত; **চ**—এবং; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **অপি**—ও; **তত্র**—সেই প্রসঙ্গে; **ইদম্**—এই; **উপকল্পতে**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

আমি তাকে বরদান করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, এবং তা উল্লঙ্ঘন করা যাবে না, কিন্তু ইন্দ্রের বিনাশও উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে আমি যে উপায় স্থির করেছি, তাই উপযুক্ত।

তাৎপর্য

কশ্যপ মুনি স্থির করেছিলেন, "দিতি এমন একটি পুত্র চায়, যে ইন্দ্রকে বধ করতে পারবে। কিন্তু যেহেতু সে স্ত্রী, তাই সে খুব একটা বুদ্ধিমতী নয়। আমি তাকে এমনভাবে শিক্ষা দেব যে, সর্বদা ইন্দ্রবধের কথা চিন্তা না করে, সে কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণবীতে পরিণত হবে। সে যদি বৈষ্ণববিধি পালন করতে সম্মত হয়, তা হলে তার কলুষিত হৃদয় নিশ্চয়ই নির্মল হবে। *চেতোদর্পণমার্জনম্* । এটিই ভগবদ্ভক্তির

পন্থা। ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করার ফলে যে কেউ পবিত্র হতে পারে, কারণ কৃষ্ণভক্তির এমনই প্রভাব যে, তা সব চাইতে কলুষিত ব্যক্তিদেরও সর্বোচ্চ স্তরের বৈষ্ণবে পরিণত করতে পারে। সেটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের উদ্দেশ্য। নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই ।
দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তা'র সাক্ষী জগাই-মাধাই ॥

জড় বিষয় সুখে মগ্ন অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই কলিযুগে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি এই যুগের মানুষদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পরম পবিত্র হওয়ার সুযোগ প্রদান করেছেন। কেউ যখন একবার শুদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত হন, তখন তিনি সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এইভাবে কশ্যপ মুনি তাঁর পত্নীকে একজন বৈষ্ণবীতে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন, যাতে তিনি ইন্দ্রবধের বাসনা ত্যাগ করেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পত্নী এবং তাঁর পুত্রেরা যেন শুদ্ধ হয়, যাতে তাঁরা বৈষ্ণব হওয়ার উপযুক্ত হতে পারেন। কখনও কখনও অবশ্য বৈষ্ণব পন্থা অনুশীলনকারী ভক্ত ভ্রষ্ট হতে পারেন, এবং তাঁর অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকলেও, কশ্যপ মুনি বিচার করেছিলেন যে, বৈষ্ণব পন্থা অনুশীলন করার সময় অধঃপতন হলেও ক্ষতি নেই। ভ্রষ্ট বৈষ্ণবও উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*—বৈষ্ণববিধি যদি অল্পমাত্রাতেও পালন করা হয়, তা হলে তা মানুষকে সংসারের মহাভয় থেকে রক্ষা করতে পারে। তাই কশ্যপ মুনি ইন্দ্রের জীবন রক্ষা করার জন্য তাঁর পত্নী দিতিকে বৈষ্ণব হওয়ার উপদেশ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মারীচঃ কুরুনন্দন ।
উবাচ কিঞ্চিৎ কুপিত আত্মানং চ বিগর্হয়ন্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **সঞ্চিন্ত্য**—চিন্তা করে; **ভগবান্**—শক্তিমান; **মারীচঃ**—কশ্যপ মুনি; **কুরু-নন্দন**—হে কুরুনন্দন; **উবাচ**—বলেছিলেন; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ; **আত্মানম্**—নিজের প্রতি; **চ**—ও; **বিগর্হয়ন্**—নিন্দা করে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ, এইভাবে চিন্তা করে কশ্যপ মুনি কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হয়ে নিজেকে নিন্দা করে দিতিকে বলেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

শ্রীকশ্যপ উবাচ

পুত্রস্তে ভবিতা ভদ্রে ইন্দ্রহাদেববান্ধবঃ ।
সংবৎসরং ব্রতমিদং যদ্যঞ্জো ধারয়িষ্যসি ॥ ৪৫ ॥

শ্রী-কশ্যপঃ উবাচ—কশ্যপ মুনি বললেন; **পুত্রঃ**—পুত্র; **তে**—তোমার; **ভবিতা**—হবে; **ভদ্রে**—হে কল্যাণী; **ইন্দ্রহা**—ইন্দ্রহন্তা বা ইন্দ্রের অনুগামী; **অদেব-বান্ধবঃ**—অসুরদের বন্ধু (অথবা *দেব-বান্ধবঃ*—দেবতাদের বন্ধু); **সংবৎসরম্**—এক বছর ধরে; **ব্রতম্**—ব্রত; **ইদম্**—এই; **যদি**—যদি; **অঞ্জঃ**—যথাযথভাবে; **ধারয়িষ্যসি**—পালন কর।

অনুবাদ

কশ্যপ মুনি বললেন—হে ভদ্রে, তুমি যদি এক বছর ধরে আমার উপদিষ্ট এই ব্রত পালন কর, তা হলে তুমি অবশ্যই এক পুত্র লাভ করবে যে ইন্দ্রকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু, এই বৈষ্ণবব্রত পালনে যদি তোমার কোন ত্রুটি হয়, তা হলে তুমি ইন্দ্রের পক্ষপাতী এক পুত্র লাভ করবে।

তাৎপর্য

ইন্দ্রহা শব্দটি সেই অসুরকে ইঙ্গিত করে যে সর্বদা ইন্দ্রকে হত্যা করতে উৎসুক। ইন্দ্রের শত্রু স্বাভাবিকভাবেই অসুরদের বন্ধু। কিন্তু *ইন্দ্রহা* শব্দটি ইন্দ্রের আজ্ঞানুবর্তী বা অনুগামীকেও বোঝায়। কেউ যখন ইন্দ্রের ভক্ত হন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই দেবতাদের বন্ধু হন। তাই *ইন্দ্রহাদেববান্ধবঃ* শব্দগুলি দ্ব্যর্থবাচক। কারণ তার অর্থ হচ্ছে, "তোমার পুত্র ইন্দ্রকে হত্যা করবে, কিন্তু সে দেবতাদের বন্ধু হবে।" কেউ যদি সত্যিই দেবতাদের বন্ধু হন, তা হলে তিনি নিশ্চয় ইন্দ্রকে বধ করতে পারবেন না।

শ্লোক ৪৬

দিতিরুবাচ

ধারয়িষ্যে ব্রতং ব্রহ্মন্ ব্রূহি কার্যাণি যানি মে ।
যানি চেহ নিষিদ্ধানি ন ব্রতং ঘ্নন্তি যান্যুত ॥ ৪৬ ॥

দিতিঃ উবাচ—দিতি বললেন; **ধারয়িষ্যে**—আমি গ্রহণ করব; **ব্রতম্**—ব্রত; **ব্রহ্মন্**—হে প্রিয় ব্রাহ্মণ; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **কার্যাণি**—অবশ্য করণীয়; **যানি**—যা; **মে**—আমাকে; **যানি**—যা; **চ**—এবং; **ইহ**—এখানে; **নিষিদ্ধানি**—নিষিদ্ধ; **ন**—না; **ব্রতম্**—ব্রত; **ঘ্নন্তি**—ভঙ্গ করে; **যানি**—যা; **উত**—ও।

অনুবাদ

দিতি বললেন—হে ব্রহ্মন্, আমি অবশ্যই আপনার উপদেশ অনুসারে সেই ব্রত পালন করব। এখন আপনি আমাকে বলুন আমার কি করা কর্তব্য, কি করা অনুচিত এবং কি করলে ব্রত ভঙ্গ হবে না। দয়া করে আমাকে স্পষ্টভাবে সেই সমস্ত বলুন।

তাৎপর্য

পূর্বে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকেরা সাধারণত তাদের নিজেদের স্বার্থ সাধন করতে চায়। কশ্যপ মুনি দিতির বাসনা পূর্ণ করার জন্য এক বছর ধরে তাঁকে সুশিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন, এবং দিতি যেহেতু ইন্দ্রকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আপনি দয়া করে আমাকে বলুন সেই ব্রতটি কি এবং কিভাবে তা পালন করতে হয়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, যা কিছু প্রয়োজন তা-ই আমি করব এবং ব্রত ভঙ্গ করব না।" নারী-চরিত্রের এটি আর একটি দিক। যদিও সে তার পরিকল্পনা পূর্ণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী, তবু কেউ যখন তাকে উপদেশ দেয়, বিশেষ করে তার পতি, তখন সে সরলভাবে তা পালন করে। এইভাবে তাকে সৎপথে পরিচালিত হওয়ার শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। নারীর স্বভাব হচ্ছে পুরুষের অনুগামিনী হওয়া; তাই পুরুষ যদি ভাল হন, তা হলে তিনি নারীকে সৎপথে পরিচালিত হওয়ার শিক্ষা দিতে পারেন।

শ্লোক ৪৭

শ্রীকশ্যপ উবাচ

ন হিংস্যাদ্ভূতজাতানি ন শপেন্নানৃতং বদেৎ ।
নছিন্দ্যান্নখরোমাণি ন স্পৃশেদ্‌যদমঙ্গলম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রী-কশ্যপঃ উবাচ—কশ্যপ মুনি বললেন; **ন হিংস্যাৎ**—হিংসা করো না; **ভূতজাতানি**—জীবদের; **ন শপেৎ**—অভিশাপ দিয়ো না; **ন**—না; **অনৃতম্**—মিথ্যা কথা; **বদেৎ**—বলো; **ন ছিন্দ্যাৎ**—কেটো না; **নখ-রোমাণি**—নখ এবং লোম; **ন স্পৃশেৎ**—স্পর্শ করো না; **যৎ**—যা; **অমঙ্গলম্**—অপবিত্র।

অনুবাদ

কশ্যপ মুনি বললেন—হে প্রিয়ে, এই ব্রত পালন করার সময় জীবহিংসা করো না, কাউকে অভিশাপ দিয়ো না, মিথ্যা কথা বলো না, নখ এবং লোম কেটো না, এবং খুলি ও অস্থি আদি অশুভ বস্তু স্পর্শ করো না।

তাৎপর্য

তাঁর স্ত্রীর প্রতি কশ্যপ মুনির প্রথম উপদেশ ছিল তিনি যেন কাউকে হিংসা না করেন। এই জগতে জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে হিংসা করা, এবং তাই কৃষ্ণভক্ত হতে হলে আমাদের সেই প্রবৃত্তিটি দমন করা অবশ্য কর্তব্য। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে *পরমো নির্মৎসরাণাম্* । কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই নির্মৎসর, কিন্তু অন্যেরা সর্বদা মৎসর। তাই কাউকে হিংসা না করার জন্য স্ত্রীর প্রতি কশ্যপ মুনির উপদেশ ইঙ্গিত করে যে, কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধনে এটিই হচ্ছে প্রথম সোপান। কশ্যপ মুনি তাঁর স্ত্রীকে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করার শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁর এবং ইন্দ্রের উভয়েরই রক্ষা হয়।

শ্লোক ৪৮

নাপ্সু স্নায়ান্ন কুপ্যেত ন সম্ভাষেত দুর্জনৈঃ ।
ন বসীতাধৌতবাসঃ স্রজং চ বিধৃতাং ক্বচিৎ ॥ ৪৮ ॥

ন—না; **অপ্সু**—জলে; **স্নায়াৎ**—স্নান করো; **ন কুপ্যেত**—কখনও ক্রুদ্ধ হয়ো না; **ন সম্ভাষেত**—সম্ভাষণ করবে না; **দুর্জনৈঃ**—দুষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে; **ন বসীত**—পরিধান

করবে না; **অধৌতবাসঃ**—অধৌত বস্ত্র; **স্রজম্**—ফুলের মালা; **চ**—এবং; **বিধৃতাম্**—যা পূর্বে ধারণ করা হয়েছে; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

কশ্যপ মুনি বললেন—হে ভদ্রে, কখনও জলের মধ্যে প্রবেশ করে স্নান করো না, কখনও ক্রুদ্ধ হয়ো না, দুর্জনের সঙ্গে সম্ভাষণ করো না, অধৌত বস্ত্র পরিধান করো না, পূর্বধৃত মালা কখনও পুনরায় ধারণ করো না।

শ্লোক ৪৯

নোচ্ছিষ্টং চণ্ডিকান্নং চ সামিষং বৃষলাহৃতম্ ।
ভুঞ্জীতোদক্যয়া দৃষ্টং পিবেন্নাঞ্জলিনা ত্বপঃ ॥ ৪৯ ॥

ন—না; **উচ্ছিষ্টম্**—উচ্ছিষ্ট; **চণ্ডিকা-অন্নম্**—ভদ্রকালী প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন; **চ**—এবং; **স-আমিষম্**—আমিষযুক্ত; **বৃষল-আহৃতম্**—শূদ্রের দ্বারা আনীত; **ভুঞ্জীত**—ভোজন করবে; **উদক্যয়া**—রজঃস্বলা নারীর দ্বারা; **দৃষ্টম্**—দৃষ্ট; **পিবেৎ ন**—পান করবে না; **অঞ্জলিনা**—দুই হাত যুক্ত করে অঞ্জলির দ্বারা; **তু**—ও; **অপঃ**—জল।

অনুবাদ

কখনও উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করবে না, ভদ্রকালী প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন অথবা মাংস বা মাছযুক্ত অপবিত্র অন্ন, কিংবা শূদ্রের দ্বারা আনীত অন্ন অথবা রজঃস্বলা রমণীদৃষ্ট অন্ন ভোজন করবে না, এবং অঞ্জলির দ্বারা জলপান করবে না।

তাৎপর্য

সাধারণত কালীকে মাংস এবং মাছযুক্ত নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়, এবং তাই কশ্যপ মুনি তাঁর পত্নীকে সেই ধরনের খাদ্য গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবেরা দেব-দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবেরা সর্বদা কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করেন। এইভাবে কশ্যপ মুনি বিবিধ নিষেধের মাধ্যমে তাঁর স্ত্রী দিতিকে বৈষ্ণবী হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫০

নোচ্ছিষ্টাস্পৃষ্টসলিলা সন্ধ্যায়াং মুক্তমূর্ধজা ।
অনর্চিতাসংযতবাক্ নাসংবীতা বহিশ্চরেৎ ॥ ৫০ ॥

ন—না; **উচ্ছিষ্টা**—উচ্ছিষ্ট; **অস্পৃষ্ট-সলিলা**—জল দিয়ে না ধুয়ে; **সন্ধ্যায়াম্**—সন্ধ্যায়; **মুক্ত-মূর্ধজা**—কেশমুক্ত অবস্থায়; **অনর্চিতা**—অলঙ্কার-বিহীন হয়ে; **অসংযত-বাক্**—বাক্‌সংযম না করে; **ন**—না; **অসংবীতা**—আবৃত না হয়ে; **বহিঃ**—বাইরে; **চরেৎ**—ভ্রমণ করা উচিত।

অনুবাদ

আহারের পর মুখ, হাত এবং পা না ধুয়ে, সন্ধ্যাবেলা কেশ মুক্ত করে, অলঙ্কার রহিত হয়ে, বাকসংযত না হয়ে এবং সর্বাঙ্গ আবৃত না করে কখনও বাইরে যাওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

কশ্যপ মুনি তাঁর পত্নীকে যথাযথভাবে অলঙ্কৃত না হয়ে এবং বস্ত্রভূষিত না হয়ে বাইরে না যেতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এখন যে মেয়েদের অর্ধনগ্ন পোশাকে ঘুরে বেড়ানোর ফ্যাশন হয়েছে তা তিনি অনুমোদন করেননি। প্রাচ্য সভ্যতায় যখন কোন স্ত্রী বাইরে বেরোন, তখন তাঁকে এমনভাবে আবৃত থাকা উচিত যাতে কেউ তাঁকে চিনতে না পারে। পবিত্রীকরণের জন্য এই সমস্ত বিধি স্বীকার করা উচিত। কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হন এবং সর্বদা জড় জগতের কলুষের অতীত থাকেন।

শ্লোক ৫১

নাধৌতপাদাপ্রয়তা নার্দ্রপাদা উদক্‌শিরাঃ ।
শয়ীত নাপরাঙ্‌নান্যৈর্ন নগ্না ন চ সন্ধ্যয়োঃ ॥ ৫১ ॥

ন—না; **অধৌত-পাদা**—পা না ধুয়ে; **অপ্রয়তা**—পবিত্র না হয়ে; **ন**—না; **অর্দ্র-পাদা**—ভিজা পায়ে; **উদক্-শিরাঃ**—উত্তর দিকে মাথা রেখে; **শয়ীত**—শয়ন করা উচিত; **ন**—না; **অপরাক্**—পশ্চিম দিকে মাথা রেখে; **ন**—না; **অন্যৈঃ**—অন্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে; **ন**—না; **নগ্না**—উলঙ্গ; **ন**—না; **চ**—এবং; **সন্ধ্যয়োঃ**—সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময়।

অনুবাদ

পা না ধুয়ে অথবা ভিজা পায়ে, উত্তর দিকে বা পশ্চিম দিকে মাথা রেখে অথবা অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে কিংবা নগ্ন অবস্থায়, অথবা সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় কখনও শয়ন করবে না।

শ্লোক ৫২

ধৌতবাসা শুচির্নিত্যং সর্বমঙ্গলসংযুতা ।
পূজয়েৎ প্রাতরাশাৎ প্রাগ্‌গোবিপ্রাঞ্চ শ্রিয়মচ্যুতম্ ॥ ৫২ ॥

ধৌতবাসা—ধৌত বস্ত্র পরিধান করে; **শুচিঃ**—শুদ্ধ হয়ে; **নিত্যম্**—সর্বদা; **সর্ব-মঙ্গল**—সমস্ত শুভ সামগ্রী সহ; **সংযুতা**—সজ্জিত হয়ে; **পূজয়েৎ**—পূজা করবে; **প্রাতঃ-আশাৎ প্রাক্**—প্রাতঃরাশ করার পূর্বে; **গো-বিপ্রান্**—গাভী এবং ব্রাহ্মণদের; **শ্রিয়ম্**—লক্ষ্মীদেবী; **অচ্যুতম্**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

ধৌত বস্ত্র পরিধান করে, সর্বদা পবিত্র এবং হরিদ্রা-চন্দন আদি মঙ্গল দ্রব্যযুক্ত হয়ে, প্রাতঃরাশের পূর্বে গো, বিপ্র, লক্ষ্মী ও অচ্যুতের পূজা করবে।

তাৎপর্য

কেউ যখন গাভী এবং ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা এবং পূজা করার শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে সভ্য হন। ভগবানের পূজা করার বিধান দেওয়া হয়েছে, এবং গাভী ও ব্রাহ্মণ ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় (*নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ*)। অর্থাৎ যে সভ্যতায় গাভী এবং ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করা হয় না, সেই সভ্যতার নিন্দা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন না করে এবং গোরক্ষা না করে কখনও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায় না। গোরক্ষার ফলে যথেষ্ট দুগ্ধজাত খাদ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, যা উন্নত সভ্যতার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। গোমাংস আহার করে সভ্যতাকে দূষিত করা উচিত নয়। উন্নত সভ্যতাকে বলা হয় আর্য সভ্যতা। গোহত্যা করে গোমাংস খাওয়ার পরিবর্তে সভ্য মানুষদের কর্তব্য নানা প্রকার দুগ্ধজাত খাদ্য তৈরি করা, যার ফলে সমাজের উন্নতি সাধন হবে। কেউ যখন ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুসরণ করেন, তখন তিনি কৃষ্ণভক্তি লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন।

শ্লোক ৫৩

স্ত্রিয়ো বীরবতীশ্চার্চেৎ স্রগ্‌গন্ধবলিমণ্ডনৈঃ ।
পতিং চার্চ্যোপতিষ্ঠেত ধ্যায়েৎ কোষ্ঠগতং চ তম্ ॥ ৫৩ ॥

স্ত্রিয়ঃ—স্ত্রীগণ; **বীরবতীঃ**—পতি-পুত্রবতী; **চ**—এবং; **অর্চেৎ**—পূজা করা উচিত; **স্রক্**—ফুলের মালা; **গন্ধ**—চন্দন; **বলি**—উপহার; **মণ্ডনৈঃ**—এবং অলঙ্কার সহকারে; **পতিম্**—পতি; **চ**—এবং; **আর্চ্য**—পূজা করে; **উপতিষ্ঠেত**—প্রার্থনা নিবেদন করে; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **কোষ্ঠ-গতম্**—গর্ভে অবস্থিত; **চ**—ও; **তম্**—তাকে।

অনুবাদ

পতি-পুত্রবতী স্ত্রীদের মালা, চন্দন, উপহার ও অলঙ্কার দ্বারা পূজা করবে, আর পতিকে সম্যক্‌রূপে অর্চনা করে তাঁর স্তব করবে এবং পতিকে গর্ভে অবস্থিত মনে করে ধ্যান করবে।

তাৎপর্য

গর্ভস্থ শিশু পতির শরীরের অংশ। তাই পতি তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভে থাকেন।

শ্লোক ৫৪

সাংবৎসরং পুংসবনং ব্রতমেতদবিপ্লুতম্ ।
ধারয়িষ্যসি চেৎ তুভ্যং শক্রহা ভবিতা সুতঃ ॥ ৫৪ ॥

সাংবৎসরম্—এক বছর ধরে; **পুংসবনম্**—পুংসবন নামক; **ব্রতম্**—ব্রত; **এতৎ**—এই; **অবিপ্লুতম্**—নির্বিঘ্নে; **ধারয়িষ্যসি**—অনুষ্ঠান করবে; **চেৎ**—যদি; **তুভ্যম্**—তোমার; **শক্রহা**—ইন্দ্রঘাতী; **ভবিতা**—হবে; **সুতঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

কশ্যপ মুনি বললেন—তুমি যদি এক বছর ধরে পুংসবন নামক এই ব্রত নির্বিঘ্নে শ্রদ্ধা সহকারে ধারণ করতে পার, তবে তোমার ইন্দ্রঘাতী একটি পুত্র উৎপন্ন হবে। কিন্তু এই ব্রত ধারণে যদি কোন বিঘ্ন হয়, তা হলে সেই পুত্র ইন্দ্রের বন্ধু হবে।

শ্লোক ৫৫

বাঢ়মিত্যভ্যুপেত্যাথ দিতী রাজন্ মহামনাঃ ।
কাশ্যপাদ্ গর্ভমাধত্ত ব্রতং চাঞ্জো দধার সা ॥ ৫৫ ॥

বাঢ়ম্—হ্যাঁ, আমি তাই করব; **ইতি**—এইভাবে; **অভ্যুপেত্য**—অঙ্গীকার করে; **অথ**—তারপর; **দিতিঃ**—দিতি; **রাজন্**—হে রাজন্; **মহা-মনাঃ**—প্রফুল্লচিত্ত; **কশ্যপাৎ**—কশ্যপ থেকে; **গর্ভম্**—বীর্য; **আধত্ত**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ব্রতম্**—ব্রত; **চ**—এবং; **অঞ্জঃ**—যথাযথভাবে; **দধার**—পালন করেছিলেন; **সা**—তিনি।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কশ্যপের পত্নী দিতি পুংসবন নামক সংস্কার অনুষ্ঠান করতে সম্মত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আপনার উপদেশ অনুসারে আমি তাই করব।" তারপর তিনি প্রফুল্লচিত্তে কশ্যপ থেকে গর্ভ ধারণ করেছিলেন এবং যত্ন সহকারে ব্রত পালন করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৫৬

মাতৃষ্বসুরভিপ্রায়মিন্দ্র আজ্ঞায় মানদ ।
শুশ্রূষণেনাশ্রমস্থাং দিতিং পর্যচরৎ কবিঃ ॥ ৫৬ ॥

মাতৃষ্বসুঃ—তাঁর মায়ের ভগ্নীর; **অভিপ্রায়ম্**—উদ্দেশ্য; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **আজ্ঞায়**—জানতে পেরে; **মানদ**—সকলকে সম্মান প্রদর্শনকারী হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **শুশ্রূষণেন**—সেবার দ্বারা; **আশ্রমস্থাম্**—আশ্রমে বাস করে; **দিতিম্**—দিতির; **পর্যচরৎ**—পরিচর্যা করেছিলেন; **কবিঃ**—নিজের স্বার্থ দর্শন করে।

অনুবাদ

হে মানদ রাজন্, দিতির অভিপ্রায় ইন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, আত্মরক্ষাই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ নিয়ম, এই নীতি অনুসারে দিতির ব্রত ভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে তিনি স্বয়ং তাঁর মাতৃষ্বসা আশ্রমবাসিনী দিতির সেবা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫৭

নিত্যং বনাৎ সুমনসঃ ফলমূলসমিৎকুশান্ ।
পত্রাঙ্কুরমৃদোঽপশ্চ কালে কাল উপাহরৎ ॥ ৫৭ ॥

নিত্যম্—প্রতিদিন; **বনাৎ**—বন থেকে; **সুমনসঃ**—ফুল; **ফল**—ফল; **মূল**—মূল; **সমিৎ**—যজ্ঞকাষ্ঠ; **কুশান্**—কুশঘাস; **পত্র**—পাতা; **অঙ্কুর**—অঙ্কুর; **মৃদঃ**—মৃত্তিকা; **অপঃ**—জল; **চ**—এবং; **কালে কালে**—নির্দিষ্ট সময়ে; **উপাহরৎ**—নিয়ে এসেছিলেন।

অনুবাদ

ইন্দ্র প্রতিদিন বন থেকে ফুল, ফল, মূল, যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ, পত্র, অঙ্কুর, মৃত্তিকা ও জল ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ে এসে তাঁর মাতৃষ্বসার সেবা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫৮

এবং তস্যা ব্রতস্থায়া ব্রতচ্ছিদ্রং হরির্নৃপ ।
প্রেপ্সুঃ পর্যচরজ্জিহ্মো মৃগহেব মৃগাকৃতিঃ ॥ ৫৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **তস্যাঃ**—তাঁর; **ব্রত-স্থায়াঃ**—নিষ্ঠা সহকারে ব্রত পালনকারিণী; **ব্রত-ছিদ্রম্**—ব্রত পালনের ত্রুটি; **হরিঃ**—ইন্দ্র; **নৃপ**—হে রাজন্; **প্রেপ্সুঃ**—অন্বেষণের বাসনায়; **পর্যচরৎ**—পরিচর্যা করেছিলেন; **জিহ্মঃ**—কুটিল; **মৃগহা**—ব্যাধ; **ইব**—সদৃশ; **মৃগাকৃতিঃ**—মৃগের রূপ ধারণ করে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মৃগহন্তা ব্যাধ যেমন মৃগচর্মের দ্বারা তার শরীর আচ্ছাদনপূর্বক মৃগরূপ ধারণ করে মৃগের সেবা করে, তেমনই ইন্দ্র অন্তরে দিতিপুত্রের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও বাইরে বন্ধুভাব প্রদর্শন করে দিতির সেবা করেছিলেন। ইন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল দিতির ব্রত পালনে কোন ত্রুটি পাওয়া মাত্রই দিতিকে প্রতারণা করা। কিন্তু তিনি সেই ভাব গোপন রেখে, অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে তাঁর সেবা করে যেতে লাগলেন।

শ্লোক ৫৯

নাধ্যগচ্ছদ্‌ব্রতচ্ছিদ্রং তৎপরোঽথ মহীপতে ।
চিন্তাং তীব্রাং গতঃ শক্রঃ কেন মে স্যাচ্ছিবং ত্বিহ ॥ ৫৯ ॥

ন—না; **অধ্যগচ্ছৎ**—পেয়ে; **ব্রত-ছিদ্রম্**—ব্রত পালনে ত্রুটি; **তৎ-পরঃ**—তাতে অত্যন্ত ব্যগ্র; **অথ**—তারপর; **মহীপতে**—হে পৃথিবীর পতি; **চিন্তাম্**—উৎকণ্ঠা; **তীব্রাম্**—তীব্র; **গতঃ**—প্রাপ্ত; **শক্রঃ**—ইন্দ্র; **কেন**—কিভাবে; **মে**—আমার; **স্যাৎ**—হবে; **শিবম্**—মঙ্গল; **তু**—তখন; **ইহ**—এখানে।

অনুবাদ

হে মহীপতে, এইভাবে ইন্দ্র যখন দিতির ব্রত পালনে কোন ত্রুটি খুঁজে পেলেন না, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, "কিভাবে আমার মঙ্গল হবে?" এইভাবে তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬০

একদা সা তু সন্ধ্যায়ামুচ্ছিষ্টা ব্রতকর্শিতা ।
অস্পৃষ্টবার্যধৌতাঙ্ঘ্রিঃ সুষ্বাপ বিধিমোহিতা ॥ ৬০ ॥

একদা—এক সময়; **সা**—তিনি (দিতি); **তু**—কিন্তু; **সন্ধ্যায়াম্**—সন্ধ্যাকালে; **উচ্ছিষ্টা**—আহারের পর; **ব্রত**—ব্রত থেকে; **কর্শিতা**—দুর্বল এবং কৃশ; **অস্পৃষ্ট**—স্পর্শ না করে; **বারি**—জল; **অধৌত**—না ধুয়ে; **অঙ্ঘ্রিঃ**—তাঁর পা; **সুষ্বাপ**—নিদ্রিত হয়েছিলেন; **বিধি**—দুর্দৈববশত; **মোহিতা**—মোহিত হয়ে।

অনুবাদ

কঠোর ব্রত পালন করার ফলে দুর্বল এবং ক্ষীণ হয়ে, দিতি এক সময় আহারের পর দুর্ভাগ্যবশত মুখ, হাত এবং পা না ধুয়ে সন্ধ্যাবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

শ্লোক ৬১

লব্ধ্বা তদন্তরং শক্রো নিদ্রাপহৃতচেতসঃ ।
দিতেঃ প্রবিষ্ট উদরং যোগেশো যোগমায়য়া ॥ ৬১ ॥

লব্ধা—পেয়ে; **তদন্তরম্**—তারপর; **শক্রঃ**—ইন্দ্র; **নিদ্রা**—নিদ্রার দ্বারা; **অপহৃত-চেতসঃ**—অচেতন; **দিতেঃ**—দিতির; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **উদরম্**—গর্ভে; **যোগেশঃ**—যোগেশ্বর; **যোগ**—যোগসিদ্ধির; **মায়য়া**—শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

এই ছিদ্র পেয়ে (অণিমা, লঘিমা আদি) যোগসিদ্ধির অধীশ্বর ইন্দ্র যোগবলে গভীর নিদ্রায় অচেতন দিতির উদরে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

সিদ্ধ যোগী যোগের অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। তাদের একটিকে বলা হয় অণিমা সিদ্ধি, যার ফলে যোগী পরমাণুর মতো ছোট হয়ে যেতে পারেন, এবং সেই অবস্থায় তিনি যে কোন স্থানে প্রবেশ করতে পারেন। এই যোগসিদ্ধির বলে ইন্দ্র গর্ভবতী দিতির উদরে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ৬২

চকর্ত সপ্তধা গর্ভং বজ্রেণ কনকপ্রভম্ ।
রুদন্তং সপ্তধৈকৈকং মা রোদীরিতি তান্ পুনঃ ॥ ৬২ ॥

চকর্ত—তিনি কেটেছিলেন; **সপ্তধা**—সাত খণ্ডে; **গর্ভম্**—গর্ভকে; **বজ্রেণ**—তাঁর বজ্রের দ্বারা; **কনক**—স্বর্ণের; **প্রভম্**—প্রভাশালী; **রুদন্তম্**—ক্রন্দন; **সপ্তধা**—সাত খণ্ডে; **এক-একম্**—প্রত্যেকটিকে; **মা রোদীঃ**—রোদন করো না; **ইতি**—এইভাবে; **তান্**—তাদের; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

দিতির গর্ভে প্রবেশ করে ইন্দ্র স্বর্ণের মতো প্রভাশালী সেই গর্ভকে বজ্রের দ্বারা সাত খণ্ডে কেটেছিলেন। সাতটি খণ্ডে সাতটি জীব রোদন করতে থাকলে, ইন্দ্র তাদের "রোদন করো না" বলে আশ্বাস দিয়ে পুনরায় প্রতিটি খণ্ডকে সাত ভাগে কেটেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর টীকায় লিখেছেন যে, ইন্দ্র তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে এক মরুতের দেহ সাতটি ভাগে বিস্তৃত করেছিলেন, এবং তারপর মূল

শরীরের সেই সাতটি ভাগের প্রত্যেকটিকে সাত ভাগে কেটেছিলেন, তার ফলে ঊনপঞ্চাশটি ভাগ হয়েছিল। প্রতিটি শরীরকে সাত ভাগে কাটা হলে অন্য জীবাত্মারা সেই শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। গাছের অংশ কেটে পর্বতে রোপণ করলে সেগুলি যেমন অন্য একটি গাছে পরিণত হয়, তেমনই তারা পৃথক সত্তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রথম শরীর একটি ছিল কিন্তু যখন তাদের বহু খণ্ডে কাটা হয়, তখন অন্যান্য জীবেরা সেই সমস্ত নতুন শরীরে প্রবেশ করেছিল।

শ্লোক ৬৩

তমূচুঃ পাট্যমানাস্তে সর্বে প্রাঞ্জলয়ো নৃপ ।
কিং ন ইন্দ্র জিঘাংসসি ভ্রাতরো মরুতস্তব ॥ ৬৩ ॥

তম্—তাঁকে; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **পাট্যমানাঃ**—পীড়িত হয়ে; **তে**—তাঁরা; **সর্বে**—সকলে; **প্রাঞ্জলয়ঃ**—কৃতাঞ্জলি হয়ে; **নৃপ**—হে রাজন্; **কিম্**—কেন; **নঃ**—আমাদের; **ইন্দ্র**—হে ইন্দ্র; **জিঘাংসসি**—হত্যা করতে ইচ্ছা করছ; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতা; **মরুতঃ**—মরুৎ; **তব**—তোমার।

অনুবাদ

হে রাজন্, এইভাবে পীড়িত হয়ে তাঁরা কৃতাঞ্জলিপূর্বক ইন্দ্রকে বললেন, "হে ইন্দ্র, আমরা মরুৎ, তোমারই ভ্রাতা, অতএব কেন তুমি আমাদের হত্যা করার চেষ্টা করছ?"

শ্লোক ৬৪

মা ভৈষ্ট ভ্রাতরো মহ্যং যূয়মিত্যাহ কৌশিকঃ ।
অনন্যভাবান্ পার্ষদানাত্মনো মরুতাং গণান্ ॥ ৬৪ ॥

মা ভৈষ্ট—ভয় করো না; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতাগণ; **মহ্যম্**—আমার; **যূয়ম্**—তোমরা; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—বলেছিলেন; **কৌশিকঃ**—ইন্দ্র; **অনন্য-ভাবান্**—অনুগতভাবে; **পার্ষদান্**—অনুগামীদের; **আত্মনঃ**—তাঁর; **মরুতাম্ গণান্**—মরুৎদের।

অনুবাদ

ইন্দ্র যখন দেখলেন যে তাঁরা তাঁর অনুগত ভক্ত, তখন তিনি তাঁদের বললেন, "যদি তোমরা আমার ভ্রাতা হও, তা হলে তোমাদের আর কোন ভয় নেই।"

শ্লোক ৬৫

ন মমার দিতের্গর্ভঃ শ্রীনিবাসানুকম্পয়া ।
বহুধা কুলিশক্ষুণ্ণো দ্রৌণ্যস্ত্রেণ যথা ভবান্ ॥ ৬৫ ॥

ন—না; **মমার**—মৃত; **দিতেঃ**—দিতির; **গর্ভঃ**—গর্ভ; **শ্রীনিবাস**—শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীর নিবাস স্থান ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **অনুকম্পয়া**—কৃপার দ্বারা; **বহুধা**—বহু খণ্ডে; **কুলিশ**—বজ্রের দ্বারা; **ক্ষুণ্ণঃ**—খণ্ড-বিখণ্ড; **দ্রৌণি**—অশ্বত্থামার; **অস্ত্রেণ**—অস্ত্রের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আপনি যেমন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ হলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতৃগর্ভে আপনাকে রক্ষা করেছিলেন, তেমনই দিতির গর্ভও ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা উনপঞ্চাশ ভাগে খণ্ড-বিখণ্ড হলেও শ্রীনিবাসের কৃপায় তা বিনষ্ট হয়নি।

শ্লোক ৬৬-৬৭

সকৃদিষ্ট্বাদিপুরুষং পুরুষো যাতি সাম্যতাম্ ।
সংবৎসরং কিঞ্চিদূনং দিত্যা যদ্ধরিরর্চিতঃ ॥ ৬৬ ॥
সজূরিন্দ্রেণ পঞ্চাশদ্দেবাস্তে মরুতোঽভবন্ ।
ব্যপোহ্য মাতৃদোষং তে হরিণা সোমপাঃ কৃতাঃ ॥ ৬৭ ॥

সকৃৎ—একবার; **ইষ্ট্বা**—পূজা করে; **আদি-পুরুষম্**—আদি পুরুষ ভগবানকে; **পুরুষঃ**—জীব; **যাতি**—যায়; **সাম্যতাম্**—ভগবানের সমান রূপ প্রাপ্ত হয়ে; **সংবৎসরম্**—এক বছর; **কিঞ্চিৎ ঊনম্**—একটু কম; **দিত্যা**—দিতির দ্বারা; **যৎ**—যেহেতু; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **অর্চিতঃ**—পূজিত; **সজূঃ**—সহ; **ইন্দ্রেণ**—ইন্দ্র; **পঞ্চাশৎ**—পঞ্চাশ; **দেবাঃ**—দেবতা; **তে**—তারা; **মরুতঃ**—মরুৎগণ; **অভবন্**—হয়েছিলেন; **ব্যপোহ্য**—দূর করে; **মাতৃ-দোষম্**—তাঁদের মায়ের দোষ; **তে**—তাঁরা; **হরিণা**—ভগবান শ্রীহরির দ্বারা; **সোম-পাঃ**—সোমরস পানকারী; **কৃতাঃ**—করা হয়েছিল।

অনুবাদ

যে আদি পুরুষ ভগবানকে একবার মাত্র পূজা করলে জীব তাঁর সমান রূপতা লাভ করে, মহান ব্রতপরায়ণ হয়ে দিতি প্রায় এক বছর ধরে সেই ভগবানকে পূজা করেছিলেন। তার ফলে উনপঞ্চাশ মরুতের জন্ম হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় দিতির গর্ভে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও মরুতেরা যে দেবতাদের সমকক্ষ হয়েছিলেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

শ্লোক ৬৮

দিতিরুত্থায় দদৃশে কুমারাননলপ্রভান্ ।
ইন্দ্রেণ সহিতান্ দেবী পর্যতুষ্যদনিন্দিতা ॥ ৬৮ ॥

দিতিঃ—দিতি; **উত্থায়**—উঠে; **দদৃশে**—দেখেছিলেন; **কুমারান্**—সন্তানদের; **অনল-প্রভান্**—অগ্নির মতো উজ্জ্বল; **ইন্দ্রেণ সহিতান্**—ইন্দ্র সহ; **দেবী**—দেবী; **পর্যতুষ্যৎ**—প্রসন্ন হয়েছিলেন; **অনিন্দিতা**—পবিত্র হয়ে।

অনুবাদ

ভগবানের আরাধনা করার ফলে দিতি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছিলেন। তিনি যখন শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করলেন, তখন তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর উনপঞ্চাশজন পুত্রকে দেখতে পেলেন। তাঁর সেই উনপঞ্চাশজন পুত্র অগ্নির মতো উজ্জ্বল এবং ইন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন; তা দেখে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬৯

অথেন্দ্রমাহ তাতাহমাদিত্যানাং ভয়াবহম্ ।
অপত্যমিচ্ছন্ত্যচরং ব্রতমেতৎ সুদুষ্করম্ ॥ ৬৯ ॥

অথ—তারপর; **ইন্দ্রম্**—ইন্দ্রকে; **আহ**—বলেছিলেন; **তাত**—হে বৎস; **অহম্**—আমি; **আদিত্যানাম্**—আদিত্যদের; **ভয়-আবহম্**—ভয় উৎপাদনকারী; **অপত্যম্**—একটি পুত্র; **ইচ্ছন্তী**—বাসনা করেছিলাম; **অচরম্**—সম্পাদন করেছিলাম; **ব্রতম্**—ব্রত; **এতৎ**—এই; **সুদুষ্করম্**—অত্যন্ত দুষ্কর।

অনুবাদ

তারপর দিতি ইন্দ্রকে বলেছিলেন—হে বৎস, তোমাদের দ্বাদশ আদিত্যদের বধ করার জন্য একটি পুত্র লাভের উদ্দেশ্যে আমি এই অতি দুষ্কর ব্রত পালন করেছিলাম।

শ্লোক ৭০

একঃ সঙ্কল্পিতঃ পুত্রঃ সপ্ত সপ্তাভবন্ কথম্ ।
যদি তে বিদিতং পুত্র সত্যং কথয় মা মৃষা ॥ ৭০ ॥

একঃ—এক; **সঙ্কল্পিতঃ**—প্রার্থনা করেছিলাম; **পুত্রঃ**—পুত্র; **সপ্ত সপ্ত**—উনপঞ্চাশ; **অভবন্**—হয়েছে; **কথম্**—কিভাবে; **যদি**—যদি; **তে**—তোমার দ্বারা; **বিদিতম্**—জ্ঞাত; **পুত্র**—হে পুত্র; **সত্যম্**—সত্য; **কথয়**—বল; **মা**—বলো না; **মৃষা**—মিথ্যা।

অনুবাদ

আমি কেবল এক পুত্র প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু উনপঞ্চাশ জন পুত্র কিভাবে হল? হে বৎস ইন্দ্র, তুমি যদি তা জান, তা হলে সত্যি করে বল। মিথ্যা বলার চেষ্টা করো না।

শ্লোক ৭১

ইন্দ্র উবাচ

অম্ব তেঽহং ব্যবসিতমুপধার্যাগতোঽন্তিকম্ ।
লব্ধান্তরোঽচ্ছিদং গর্ভমর্থবুদ্ধির্ন ধর্মদৃক্ ॥ ৭১ ॥

ইন্দ্রঃ উবাচ—ইন্দ্র বললেন; **অম্ব**—হে মাতঃ; **তে**—আপনার; **অহম্**—আমি; **ব্যবসিতম্**—ব্রত; **উপধার্য**—জানতে পেরে; **আগতঃ**—এসেছিলাম; **অন্তিকম্**—নিকটে; **লব্ধ**—পেয়ে; **অন্তরঃ**—একটি ত্রুটি; **অচ্ছিদম্**—আমি কেটেছি; **গর্ভম্**—গর্ভ; **অর্থ-বুদ্ধিঃ**—স্বার্থপর হয়ে; **ন**—না; **ধর্ম-দৃক্**—ধর্মদৃষ্টি সমন্বিত।

অনুবাদ

ইন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন—হে মাতঃ, আমি স্বার্থান্ধ হয়ে ধর্মদৃষ্টি হারিয়েছিলাম। আমি যখন জানতে পেরেছিলাম যে আপনি মহান ব্রত পালন করছিলেন, তখন

আমি আপনার ত্রুটি অন্বেষণ করছিলাম। সেই ত্রুটি পেয়ে আমি আপনার উদরে প্রবেশ করে গর্ভ ছেদন করেছি।

তাৎপর্য

ইন্দ্রের মাতৃষ্বসা দিতি যখন ইন্দ্রকে নিষ্কপটে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন, তখন ইন্দ্রও তাঁর অভিপ্রায় তাঁর কাছে বর্ণনা করেছিলেন। এইভাবে উভয়েই শত্রু না হয়ে নিঃসঙ্কোচে সত্য কথা বলেছিলেন। এটিই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গ প্রভাবের ফল। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/১৮/১২) বলা হয়েছে—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ॥

কেউ যদি ভক্তিপরায়ণ হয়ে ভগবানের আরাধনা করার ফলে পবিত্র হন, তখন সমস্ত সদ্‌গুণগুলি তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়। বিষ্ণুপূজার প্রভাবে দিতি এবং ইন্দ্র উভয়েই পবিত্র হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭২

কৃত্তো মে সপ্তধা গর্ভ আসন্ সপ্ত কুমারকাঃ ।
তেঽপি চৈকৈকশো বৃক্ণাঃ সপ্তধা নাপি মম্রিরে ॥ ৭২ ॥

কৃত্তঃ—কেটেছিলাম; **মে**—আমি; **সপ্তধা**—সাত ভাগে; **গর্ভঃ**—গর্ভ; **আসন্**—হয়েছিল; **সপ্ত**—সাত; **কুমারকাঃ**—শিশু; **তে**—তারা; **অপি**—যদিও; **চ**—ও; **এক-একশঃ**—প্রত্যেকটিকে; **বৃক্ণাঃ**—কাটা হয়েছিল; **সপ্তধা**—সাত ভাগে; **ন**—না; **অপি**—তবু; **মম্রিরে**—মৃত্যু হয়েছিল।

অনুবাদ

প্রথমে আমি গর্ভস্থ শিশুটিকে সাত খণ্ডে কেটেছিলাম। তার ফলে সাতজন কুমার হয়। তারপর আমি সেই প্রত্যেকটি শিশুকে সাত খণ্ডে আবার কাটি। কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাদের কারও মৃত্যু হয়নি।

শ্লোক ৭৩

ততস্তৎ পরমাশ্চর্যং বীক্ষ্য ব্যবসিতং ময়া ।
মহাপুরুষপূজায়াঃ সিদ্ধিঃ কাপ্যানুষঙ্গিণী ॥ ৭৩ ॥

ততঃ—তারপর; **তৎ**—তা; **পরম-আশ্চর্যম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ব্যবসিতম্**—স্থির করেছিলাম; **ময়া**—আমার দ্বারা; **মহা-পুরুষ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **পূজায়াঃ**—পূজার; **সিদ্ধিঃ**—ফল; **কাপি**—কিছু; **আনুষঙ্গিণী**—আনুষঙ্গিক।

অনুবাদ

হে মাতঃ, আমি যখন ঊনপঞ্চাশটি পুত্রকেই জীবিত দেখলাম, তখন আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এটি নিশ্চয়ই আপনার ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার আনুষঙ্গিক ফল।

তাৎপর্য

যিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় যুক্ত, তাঁর কাছে কিছুই আশ্চর্যজনক নয়। এটি বাস্তব সত্য। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৭৮) বলা হয়েছে—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥

"যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই শ্রী, বিজয়, ভূতি ও ন্যায় বর্তমান—এটিই আমার অভিমত।" যোগেশ্বর হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। এটিই ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা। যিনি ভগবানকে প্রসন্ন করেন, তাঁর জন্য কোন কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁর পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।

শ্লোক ৭৪

আরাধনং ভগবত ঈহমানা নিরাশিষঃ ।
যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৪ ॥

আরাধনম্—আরাধনা; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **ঈহমানাঃ**—অভিলাষী হয়ে; **নিরাশিষঃ**—নিষ্কাম; **যে**—যাঁরা; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **ন ইচ্ছন্তি**—কামনা করেন না; **অপি**—এমন কি; **পরম্**—মুক্তি; **তে**—তাঁরা; **স্ব-অর্থ**—নিজের স্বার্থে; **কুশলাঃ**—দক্ষ; **স্মৃতাঃ**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

যাঁরা কেবল ভগবানের আরাধনার অভিলাষী তাঁরা ভগবানের কাছে জড় বিষয় কামনা করেন না, এমন কি তাঁরা মুক্তিও কামনা করেন না, কিন্তু ভগবান তাঁদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর কাছ থেকে কোন বর প্রার্থনা করতে চাননি, কারণ তিনি ভগবানকে দর্শন করে সম্পূর্ণরূপে তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান এতই কৃপাময় যে ধ্রুব মহারাজ যেহেতু প্রথমে তাঁর পিতার থেকেও শ্রেষ্ঠ রাজ্য কামনা করেছিলেন, তাই তিনি তাঁকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ধ্রুবলোকে উন্নীত করেছিলেন। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৩/১০) মানুষের কর্তব্য পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। তার ফলে তার যদি কোন বাসনা নাও থাকে, তা হলেও পূর্বের যে কোন বাসনা যা তার ছিল, তা সবই ভগবানের আরাধনা করার ফলে পূর্ণ হতে পারে। প্রকৃত ভক্ত ভগবানের কাছ থেকে কোন কিছু বাসনা করেন না, এমন কি মুক্তিও নয় (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*)। কিন্তু ভগবান তাঁর ভক্তকে অক্ষয় ঐশ্বর্য প্রদান করে তাঁর কামনা পূর্ণ করেন। কর্মীর ঐশ্বর্য নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু ভক্তের ঐশ্বর্য অবিনশ্বর। ভক্তের ভক্তি যত বৃদ্ধি হয়, তাঁর ঐশ্বর্যও তত বর্ধিত হতে থাকে।

শ্লোক ৭৫

আরাধ্যাত্মপ্রদং দেবং স্বাত্মানং জগদীশ্বরম্ ।
কো বৃণীত গুণস্পর্শং বুধঃ স্যান্নরকেঽপি যৎ ॥ ৭৫ ॥

আরাধ্য—আরাধনা করার পর; **আত্ম-প্রদম্**—যিনি নিজেকে দান করেন; **দেবম্**—ভগবান; **স্ব-আত্মানম্**—পরম প্রিয়; **জগদীশ্বরম্**—জগতের ঈশ্বর; **কঃ**—কি; **বৃণীত**—

বাসনা করবে; **গুণ-স্পর্শম্**—জড় সুখ; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **স্যাৎ**—হয়; **নরকে**—নরকে; **অপি**—ও; **যৎ**—যা।

অনুবাদ

সমস্ত অভিলাষের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবক হওয়া। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি পরম প্রিয় ভগবানের সেবা করেন, যিনি তাঁর ভক্তের কাছে নিজেকে পর্যন্ত দান করেন, তা হলে যে জড় সুখ নরকেও লাভ হয়, তা কেন তিনি বাসনা করবেন?

তাৎপর্য

বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও জড় সুখ লাভের জন্য ভগবানের ভক্ত হবেন না। সেটিই ভক্তের পরীক্ষা। সেই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

"হে ভগবান, আমি ধন সঞ্চয় করতে চাই না, সুন্দরী রমণী কামনা করি না, বহু অনুগামী লাভের বাসনাও আমার নেই। আমি কেবল চাই জন্ম-জন্মান্তরে আপনার প্রতি যেন অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি।" শুদ্ধ ভক্ত কখনও ভগবানের কাছে ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী, এমন কি মুক্তি পর্যন্ত প্রার্থনা করেন না। কিন্তু ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছেন *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*—"আমার সেবায় যা কিছু প্রয়োজন তা সবই আমি তাঁর জন্য নিজে বহন করি।"

শ্লোক ৭৬

তদিদং মম দৌর্জন্যং বালিশস্য মহীয়সি ।
ক্ষন্তুমর্হসি মাতস্ত্বং দিষ্ট্যা গর্ভো মৃতোত্থিতঃ ॥ ৭৬ ॥

তৎ—তা; **ইদম্**—এই; **মম**—আমার; **দৌর্জন্যম্**—কুকার্য; **বালিশস্য**—মূর্খের; **মহীয়সি**—হে শ্রেষ্ঠ রমণী; **ক্ষন্তুম্ অর্হসি**—দয়া করে ক্ষমা করুন; **মাতঃ**—হে মাতঃ; **ত্বম্**—আপনি; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যের ফলে; **গর্ভঃ**—গর্ভস্থ শিশু; **মৃতঃ**—মৃত; **উত্থিতঃ**—জীবিত হয়েছে।

অনুবাদ

হে মহীয়সী মাতঃ, আমি মূর্খ। দয়া করে আমার সমস্ত অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন। আপনার ভগবদ্ভক্তির বলে আপনার উনপঞ্চাশজন পুত্রই অক্ষত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে। শত্রুরূপে আমি তাদের খণ্ড খণ্ড করেছিলাম, কিন্তু আপনার মহান ভক্তির বলে তাদের মৃত্যু হয়নি।

শ্লোক ৭৭

শ্রীশুক উবাচ

ইন্দ্রস্তয়াভ্যনুজ্ঞাতঃ শুদ্ধভাবেন তুষ্টয়া ।
মরুদ্ভিঃ সহ তাং নত্বা জগাম ত্রিদিবং প্রভুঃ ॥ ৭৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **তয়া**—তাঁর দ্বারা; **অভ্যনুজ্ঞাতঃ**—অনুমতি পেয়ে; **শুদ্ধ-ভাবেন**—শুদ্ধ আচরণের দ্বারা; **তুষ্টয়া**—প্রসন্ন হয়েছিলেন; **মরুদ্ভিঃ সহ**—মরুৎগণ সহ; **তাম্**—তাঁকে; **নত্বা**—প্রণতি নিবেদন করে; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **ত্রি-দিবম্**—স্বর্গলোকে; **প্রভুঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ইন্দ্রের এই উত্তম আচরণে দিতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তারপর ইন্দ্র তাঁর মাতৃষ্বসাকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করে, তাঁর অনুমতিক্রমে ভ্রাতা মরুৎগণ সহ স্বর্গে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৭৮

এবং তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
মঙ্গলং মরুতাং জন্ম কিং ভূয়ঃ কথয়ামি তে ॥ ৭৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **তে**—আপনাকে; **সর্বম্**—সমস্ত; **আখ্যাতম্**—বর্ণনা করলাম; **যৎ**—যা; **মাম্**—আমাকে; **ত্বম্**—আপনি; **পরিপৃচ্ছসি**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **মঙ্গলম্**—মঙ্গলজনক; **মরুতাম্**—মরুৎদের; **জন্ম**—জন্ম; **কিম্**—কি; **ভূয়ঃ**—অধিকন্তু; **কথয়ামি**—আমি বলব; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আপনি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিশেষ করে এই শুদ্ধ মরুৎদের সম্বন্ধে, তা আমি যথাসাধ্য আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। এখন আপনার আর কি প্রশ্ন আছে তা জিজ্ঞাসা করুন, তা হলে আমি তা বর্ণনা করব।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করার জন্য দিতির ব্রত' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।